অলীক বাবু।

প্রথমাঙ্ক।

(একটা ঘর)

প্রসন্নের প্রবেশ।

নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।

প্রসন্ন। দরজা ঠ্যালে কেও?—(দ্বার উদ্ঘাটন ও গদাধরের প্রবেশ) ওমা, গদাধর বাবু যে! কি ভাগ্যি! আজ যে এত সকাল সকাল? বড় মানুষের মোসাহেব, দশটা না বাজ্‌তে বাজ্‌তেই ঘুম ভাংলো?

গদা। মাইরি! তাইতো! আজ-কাল দেখ্‌চি তুই বড় রসিক হয়েছিস্!

প্রস। আমাকে আবার রসিক দেখ্‌লে কিসে? বলি, বড়মানুষের মোসাহেব ব'লে আমাদের কি একেবারে ভুলে যেতে হয়?

গদা। ছি! ও কথা ব'ল না   াকে কি আমি ভুলতে পারি? যেই শুনেছি তো   নিবের সঙ্গে কাল তুমি কল্‌কাতায় এসেছ—অমনি   াহার নিদ্রে ত্যাগ ক'রে কখন্‌ তোমার সঙ্গে দেখা হয়   ন্তাতেই আছি। আজ ভোর না হতে হতেই দেশ   কাছে দৌড়ে এসেছি। এই বাড়িটের সন্ধান কত্তেই   মাজ একটু দেরি হয়েছে। তা পিস্‌নি; তোর সাক্ষেতে বলতে কি, এই দ্যাখ্‌, তোর জন্যে ভেবে ভেবে আমার কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

প্রস। (কণ্ঠায় হাত দিয়া) ও মা তাইতো   —আহা! কি হবে!

গদা। ভাল পিস্‌নি, আমি যে এই দশটা মাস ধৈর্য্য ধ'রে রয়েচি, কারও পানে একবারও চোক ফেরাইনি, এর দরুণ তুই আমাকে কি দিবি বল্‌ দেখি?

প্রসন্ন। এত দিন আর কারও পানে কি   র মন যায় নি?

গদা। তোমার দিব্যি না।   ন্নেল, অত কথায় কাজ কি, তোমা ভিন্ন আর কারও   আমার মন নেই ব'লে মোসাহেব মহলে আমার ভারি নিন্দে হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ঠাট্টা খেতে খেতে আমার প্রাণটা গেল। ভাল পিস্‌নি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস্‌ করব? আমি যেমন ঠিক্‌ আছি তুইও তো—

প্রস। মর্ ড্যাক্‌রা—আমরা কি পুরুষের মতন—

গদা। না না না আমি তা বল্‌চি নে। আমি বেশ জানি তোমার মত সতী সাবিত্রী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সে যা হোক্, তুমি আমাকে তখন কি বল্‌ছিলে?

প্রস। এমন কিছু নয়, আমি বল্‌ছিলেম কি, যে আমাদের কর্ত্তা সত্যসিন্ধু বাবু, তাঁর মেয়ের বে দেবার জন্যে এখানে এসেছেন। আমাদের দিদি ঠাকুরুণ সমস্ত হয়ে উঠেছে—এখনও বে হ'ল না—কি ঘেন্নার কথা মা!

গদা। সেকি? এখনও বে হয় নি? তোমাদের কর্ত্তা খেষ্টান না কি?

প্রস। অমন কথা বোলো না। তেনার বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বন হয়। কর্ত্তা ইদিকে খুব ধম্মিষ্টি। তবে কিনা তেনার একটা এই বাতিক হয়েছে যে, মনের মতন ভাল বর না পেলে, তিনি কখনই তেনার মেয়ের বে দেবেন না। এর মধ্যে যে কত বর এল আর গেল, তার আর ঠিকানা নেই। এইবার যে ছেলেটীর সঙ্গে বে হবার কথা হচ্চে সে ছেলেটী খুব ভাগ্যিমন্ত। যে বাড়িতে এখন আমরা রয়েছি, এটা তার বাড়ি।

গদা। এটাতো মস্ত বাড়ি দেখ্‌চি।

প্রস। মস্ত বৈ কি; এর আবার দুই মহল। এক মহলে বরটী নিজে থাকে, আর এক মহলে আমাদের কর্ত্তাকে থাক্‌তে দিয়েছে। তিনি কৃষ্ণনগর থেকে সবে এই এসে-

ছেন—কল্‌কাতার তো কিছুই চেনেন না, তাই আপাতত এই বাড়িতে উঠেছেন। বরটীকে আমাদের দিদিঠাকরুণের বড় পছন্দ হয়েছে। এখন যার সঙ্গেই হোক্, দিদিঠাকরুণের বে-টা হলে হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তেনার বে হলে আমাকে গয়না দেবেন, কাপড় দেবেন আর নগদ টাকা দেবেন।

গদা। নগদ টাকা! তবে তো তোমার পোহা বারো দেখছি! তা-তা-তা কত টাকা পাবে?

প্রস। হাজার টাকা।

গদা। মরুক্ গে যাক্, আমার তা জেনে লাভ কি? (স্বগত) এই টাকাটা গাঁড়া দিতে হবে (প্রকাশ্যে) তা, ওতে আমার কি লাভ? পীরিত যে জিনিস সে কি টাকার ধার ধারে? ওই যে কি একটা ভাল গান আছে—

(গান গাইতে গাইতে)

"শুধু ধনে কি করে,
যে যারে সঁপেছে প্রাণ সে চায় তারে"

(কিঞ্চিৎ পরে) ভাল হ্যাঁগা টাকাটা কি নগদ দেবে?

প্রস। নগদ বৈ কি!

গদা। (স্বগত) ভাল একটা কথা মনে পড়্‌ল! আমাদের জগদীশ বাবু আমাকে বলেছিলেন যে যদি আমি বিধবা বে কত্তে পারি, তা হলে তিনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি বলেন যে, বিধবা বিয়ে চল্‌তি না

হলে দেশের ভাল হবে না। আর এই জন্য তিনি বিস্তর টাকা খরচ কচ্চেন। এতে দেশের ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্ তাতে আমার কিছু এসে যায় না—আমার কিছু লাভ হলেই হ'ল। একবার চেষ্টা ক'রেই দেখা যাক্না। এতে আমার দোকর লাভ হবে—মাগিকে যদি রাজি কত্তে পারি, তাহলে ওর হাজার টাকাটা গাঁড়া দেওয়া যাবে, আবার আমাদের বাবুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা হাতানো যাবে। বড় মজাই হয়েচে। এখন মাগিকে রাজি কত্তে পাল্লে হয়। কথাটা পেড়েই দেখা যাক্ না। (প্রকাশ্যে) পিস্নি তুই যদি আমাকে ভাল বাসিস্, তাহলে তোকে আমার একটি কথা শুনতে হবে, বল্ শুনবি কি না?

প্রস। ইস্তক নাগাদ আমি তোমার কোন্ কথাটা শুনিনি যে তুমি আমাকে অমন করে বল্‌চ?

গদা। তবে বল্‌ব?—কোন দুষ্য কথা নয়—এই বল্‌ছিলেম কি—তুই বে করবি?

প্রস। মরণ আর কি! মিন্‌ষের কথার ছিরি দেখ না, আমি আবার কেন বে করতে গেলেম—তুই বে কর, তোর চোদ্দপুরুষ বে করুক। পোড়ামুখোর বল্‌বার রকম দেখনা—একবার বে হয়ে গেলে আবার নাকি বে হয়, ওমা কি লজ্জার কথা! কি ঘেন্নার কথা মা! তুমি কিগো পাগল হয়েছ নাকি?

গদা। এ সে বে নয় রে, এ সে বে নয়। এ বিধবা

বে। এতে কোন দোষ নেই। এখনকার পণ্ডিতরা বলেছে যে বিধবাদের বে হতে পারে। আর এখন তো পাড়ায় পাড়ায় তাই হচ্চে, আবার বিধবা বের আইনও হয়েছে। এই সে দিন তো আমাদের ভট্‌চায্যি মশাদের বাড়িতে বিধবা বে হয়ে গেল, তাতে কত বড় বড় পণ্ডিত সব বিঁদেয় নিয়ে গেল।

প্রস।—(আহ্লাদিত হইয়া) ওমা কি হবে! বিধবার বে তবে হতে পারে? যে পণ্ডিত এ কথা বলেছে তার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক্‌!

গদা। এখন বল্‌ দেখি এতে রাজি আছিস্‌ কি না?

প্রস। এতে যখন কোন দোষ নেই তখন রাজি হব না কেন?

গদা। আর দ্যাখ্‌, বের খরচ পত্রের কোন ভাবনা নেই, তুই যে টাকাটা পাবি তাতেই অনায়াসে হবে; তা আর দেরি করবার দরকার নেই, শুভস্য শীঘ্রং, বুঝ্‌লি কি না?

প্রস।—হা আমার কপাল! এখনও যে আমাদের দিদি-ঠাকরুণের বে হয় নি—তেনার বে না হলে তো আর আমিও টাকা পাচ্চিনে।

গদা।—কেন, এখনও হচ্চে না কেন?

প্রস।—তা আমি বল্‌তে পারিনে—কিন্তু ভাব সাব দেখে বোধ হচ্চে একটা কি বাগ্‌ড়া পড়েছে।

গদা।—কিসের বাগ্‌ড়া? নগদ হাজার টাকা যখন পাবার কথা হচ্চে তখন আবার বাগ্‌ড়া কিসের? এই বিয়েটা কোন রকম করে' ঘটাতেই হবে। তোর কর্ত্তাকে কোন রকম করে' ভুলিয়ে ভালিয়ে যাতে এই বিয়েটা হয় তার জন্যে তোর চেষ্টা কত্তে হবে। আর যদি কোন বিষয়ে আমাকে দরকার হয়——

প্রস।—তোমাকে দরকার হবেই—আমি জানি তোমার অনেক ফন্দি টন্দি এসে। কিন্তু আগে এইটে জান্‌তে হবে, কর্ত্তা রাজি হচ্চেন না কেন। এই যে দিদিঠাকরুণ এই দিকে আস্‌চেন। তুমি এই ব্যালা ঐ আড়ালটায় লুকোও, মাথা খাও পালিও না।

(গদার অন্তরালে গমন)

নেপথ্যে।—(উচ্চৈঃস্বরে) ও লো ও পিস্‌নি!—পিস্‌নি!—

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।)

প্র।—কেন দিদি ঠাকরুণ?

হেমা।—এই যে লো—তুই যে এখানে আচিস্ দেখ্‌চি। হ্যাঁলো তিনি কি আজ বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসে-ছিলেন?

।—কে গা?

হেমা।—কে গা—যেন উনি কিছুই বুঝ্‌তে পারেন নি—রঙ্গিনী আর কি!

প্র। (ঈষৎ হাসিয়া)—ও বুঝিচি; অলীক বাবুর কথা সুধোচ্চো?

হেমা।—হ্যাঁলো হ্যাঁ।

প্রস।—কৈ না দিদিঠাকরুণ, তাঁকে আজ এখানে দেখ্‌তে পাইনি।

হেমা।—ও লোকটী কে লো, যে এই মাত্র চলে গেল?

প্রস।—(স্বগত) ওমা! দিদিঠাকরুণ দেখ্‌তে পেয়েচেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) আমার দেশের একটী কুটুম্ব-মানুষ দিদিঠাকরুণ। তা—তা—

হেমা। আমার কাছে আবার ভাঁড়াচ্চিস্? টিক্ কথা না বল্লে দেখ্‌তে পাবি।

প্র।—তবে বল্‌ব দিদিঠাকরুণ! এই, কৃষ্ণনগরে তোমার সাক্ষেতে যার কথা বলেছিলাম দিদিঠাকরুণ সেই মি[illegible]টী।

হেমা।—তার সঙ্গে তোর কি কথা হচ্চিল লো?

প্র।—ও মা কি ঘেন্নার কথা! মিন্‌সে বলে কি দিদিঠাকরুণ যে তুই আমাকে বে কর, পণ্ডিৎরে নাকি বলেছে যে বিধবা বেতে দোষ নেই; একথা কি সত্যি দিদিঠাকরুণ?

হেমা।—(হাস্য করত) ও লো! তুই বিধবা বিয়ে করবি? ওমা আমি কোথায় যাব! তা তুই কর্‌না, তাতে

কোন দোষ নেই; সত্যি পণ্ডিতরা বলেছে, বিধবার বিয়ে হতে পারে।

প্রস। দিদিঠাকরুণ, তাই তোমায় সুধোচ্চি—মিন্‌সের কথায় আমার বড় পেত্তয় হয় নি।

হেমা।—তার সঙ্গে যদি তোর ভাব হয়ে থাকে, তাহ'লে তুই বিয়ে কর্‌না। যার সঙ্গে যার ভালবাসা হয়, তাদের বিয়ে দিতে আমার বড় ইচ্ছে করে। যখন নভেলে পড়ি যে দুজনের ভাল বাসা হয়ে বিয়ে হ'ল না, তখন আমার বড় কষ্ট হয়। তা—আমার বিয়ে হয়ে গেলে, তোর বিয়ে দিয়ে দেব—আর তাতে যা খরচ পত্র লাগ্‌বে তা সব দেব।

গদা।—(অন্তরাল হইতে স্বগত) তবে আমাকে আর পায় কে?

হেমা।—তা—সেই মিন্‌সেটীকে তোর পছন্দ হয়েছে তো লো?

প্রস।—মিন্‌সেটাকে দিদিঠাকরুণ দেখ্‌তে বেশ। মুখ্‌টা চ্যাপ্‌টা পারা—চোক দুটী গোল গোল পারা—নাকটা ট্যাকাল পারা—বেশ।

গদা।—(অন্তরাল হইতে স্বগত) আ মরি! আমার রূপের কি বর্ণিমেটাই হচ্চে!

হেমা।—(হাস্য করত) তার রূপের যে রকম বর্ণনা কল্লি তাতে আর কার্ না পছন্দ হয়?—সে যা হোক্—ইদিকে যে ভারি গোল বেধে উঠেছে লো, আমার বেতে যে

বাগ্‌ড়া পড়েছে। আমার বিয়ে না হলেতো আর তোর বিয়ে হচ্চে না।

প্রস।—বাগ্‌ড়া পোলো কেন দিদিঠাকরুণ?

হেমা।—অলীক বাবুর সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দেবেন না, সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দেবেন।

গদা। (অন্তরাল হইতে) আরে গেল যা! হাজার টাকাটা দেখ্‌ছি তবে মাঠে মারা গ্যাল।

প্রস।—কেন দিদিঠাকরুণ, বরটীতো বেশ। দেখ্‌তে শুন্‌তে কথায় বাত্রায় কেমন!—দু চারটে সৌখিন রকমের দোষ থাক্‌লে আর কি এসে যায়?

হেমা।—(হাস্য) মাইরি তোর কথা শুন্‌লে হাসি পায়, দোষ আবার সৌখিন রকমের কি লা? মাইরি পিস্‌নি এত জানে!

প্রস।—সৌখিন দোষ কাকে বলে জান না দিদিঠাকরুণ?—এই মদ টদ্ খাওয়া। বাবু লোকদের এ দোষ গুলি প্রায়ই হয়ে থাকে।

হেমা।—দোষের কথা যদি বলিস্—তো তাঁর আমি একটী দোষ দেখেছি। সেই দোষের কথা কাল বাবার কাছে একজন কে বলেদিয়েছে। তুইতো জানিস্ আমার বাবা কি রকম সাদা সিদে লোক, পষ্টাপষ্টি কথা না বল্লে তিনি ভারি চ'টে যান। তিনি আর সব দোষ মাপ করেন কিন্তু সেই দোষটী মাপ করেন না। বাবার কাছে কে বলেছে যে

অলীক বাবু, আর সকল রকমে লোক ভাল, কেবল দোষের মধ্যে ভুলেও তাঁর মুখ দিয়ে একটী সত্যি কথা বেরোয় না। কিন্তু বাস্তবিক তা তো নয়। তিনি একটু সাজিয়ে গুজিয়ে কথা বলেন, আর লোকে মনে করে মিথ্যে কথা। আর, লোকগুল্লা এমনি খারাপ যে গল্প একটু আশ্চয্যি রকম হলেই তাদের আর বিশ্বাস হয় না।

প্রস।—এতক্ষণে আমি কথাটা বুঝতে পাল্লেম দিদি-ঠাকরুণ। বোধ করি তিনি অনেক মুলুক ভৈমণ করে থাক্‌বেন। যারা মুলুক দেখে বেড়ায় তাদের কাছে অনেক রকম আশ্চয্যি কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়।

হেমা।—তা নয় পিস্‌নি, আমার বোধ হয় তিনি অনেক নভেল পড়েছেন। নভেল কি তা জানিস্? নভেল বোলে এক রকম নতুন বই উঠেছে—তাতে যেমন জ্ঞানের কথা থাকে এমন আর কিছুতে না। আগে মহাভারত রামায়ণ পড়্‌তে কি ভালই লাগতো, কিন্তু নভেল পড়্‌তে শিখে অবধি সে গুল আর ছুঁতেও ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে তোকে লেখা পড়া শেখাই, তা হলে নভেল পড়বার সুখটা তুই জানতে পারিস্।—আচ্ছা, নভেল পড়্‌তে কেমন লাগে শুন্‌বি পিস্‌নি?

প্রস। আমরা দিদিঠাকরুণ মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ, আমরা ও সব কি বুঝ্‌ব।

হেমা। সব কথা না বুঝিস্, ভাবটাও তো বুঝ্‌তে

পারবি,—সে এমনি মিষ্টি, একবার শুনলে আর তুই ভুলতে পারবি নে—আমি বইটা নিয়ে আসচি। (প্রস্থান)

প্রস। কথক ঠাকুরের কাছে কত শাস্তোরের কথা শুনেছি কিন্তু দিদিঠাকরুণ যে শাস্তোরের কথা বল্লেন তাতে আমি কখন শুনিনি। আমাদের দিদিঠাকরুণ কত ন্যাকাপড়াই না জানি শিখেছেন।

(পুস্তক হস্তে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

এই শোন্ (পাঠারম্ভ) "এখনও প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। এখনও ক্ষীণচন্দ্র নৈশ-গগন-প্রান্তে, সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল, হাসিতেছিল, খেলিতেছিল, আবার হাসিতেছিল এবং আবার খেলিতেছিল।" ছ্যাখ্ দিকি পিস্নি এখানটা কেমন লিখেছে তোরা হলে শুধু বল্‌তিস্ "হেসে খেলে ব্যাড়াচ্ছিল কিন্তু এতে ছ্যাখ্ দিকি কেমন বলেছে "ভাসিতেছিল হাসিতেছিল খেলিতেছিল আবার হাসিতেছিল এবং আবার খেলিতেছিল" (প্রসন্ন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ ভাবে হাঁ করিয়া শ্রবণ) তার পর শোন্—"ক্রমে উষার দুই চারিটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল—পুষ্প-কলিকা দুই চারিটি ফুটিয়া উঠিল—গাছের দুই চারিটি পাতা নড়িল। প্রথমে একটি পক্ষী ডাকিল, তার পর দুইটী পক্ষী ডাকিল, পরে তিনটী পক্ষী ডাকিল—শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে

লাগিল। কুঞ্জে কুঞ্জে পক্ষীর কলরবের সহিত গৃহে গৃহে ঝাঁটার কলরব উঠিল। এই দুই কলরব মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মধুর প্রভাত-সঙ্গীত সৃজিত হইয়া প্রাভাতিক গগনে সমুত্থিত হইল। সকলই নিস্তব্ধ—কেবল একটী মাত্র অশ্বারোহী পুরুষ জনশূন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার অশ্বের পদ-শব্দে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে—ক্রমে সেই অশ্বারোহী পুরুষ একটি গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন; দেখিলেন, বংশীবদন ঘোষের বাড়ির গৃহস্থেরা সকলে নিদ্রিত। কেবল একটী-মাত্র বালিকা সম্মার্জ্জনীহস্তে গৃহপ্রাঙ্গন পরিষ্কার করিতেছিল। সুন্দরীর সুকুমার হস্তে ঝাঁটার যে কি শোভা তাহা কি পাঠকগণ দেখিয়াছেন?—কেহ যদি না দেখিয়া থাকেন তো আমি দেখিয়াছি। ইহাতে প্রখরে মধুরে মিশে। বজ্র ও বিদ্যুতে প্রখরে মধুরে মিশে; নিদাঘ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ও বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় প্রখরে মধুরে মিশে; ব্রাণ্ডি ও বরফে প্রখরে মধুরে মিশে; চীলের চিঁহিঁরবে ও কোকিলের কুহু ধ্বনিতে প্রখরে মধুরে মিশে; এবং বালিকার সুকুমার হস্তে ঝাঁটিকাও প্রখরে মধুরে মিশে। হে ঝাঁটে!—হে শতমুখি!—হে ধূমকেতুপ্রতিরূপিনি সম্মার্জ্জনি!—হে কুণ্ডলাকৃতিধূলিরাশিসমুদ্গারিণি!—হে শলূক-কণ্টকী-নিন্দিত-তীক্ষ্ণকর-প্রসারিণি!—হে নারিকেল-রশিনিবদ্ধ-শিরোদেশ-সুশোভিনি! কিবা তোমার অতুলনা মহিমা! তুমি গৃহের শ্রীস্বরূপা, কারণ তুমি গৃহ-প্রাঙ্গনের মুখ উজ্জ্বল কর—তুমি পল্লীর বৈতালিক;

স্বরূপা, কারণ তোমার মৃদু মধুর ঝরঝর নিনাদে গৃহস্থের নিদ্রা ভঙ্গ কর—তুমি দ্বিপত্নীক ভর্ত্তার ভীতি-স্বরূপা, কারণ দিবারাত্রি তাহার উপর নিগ্রহ কর—তুমি বীরত্বের আদর্শ-স্বরূপা, তোমার সহিত সন্মুখ-যুদ্ধে কেহ অগ্রসর হয় না, কারণ তোমা কর্ত্তৃক নিগৃহীত ভীরুদের পৃষ্ঠদেশেই ক্ষতচিহ্ন লক্ষিত হয়। তুমি অলঙ্কার শাস্ত্রোল্লিখিত মহাকাব্য-স্বরূপা, কারণ তোমাতে নব রসেরই আবির্ভাব। যখন আনতমুখী অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর সুকুমার হস্তে তুমি শোভমানা হও, তখন তুমি আদি রসের উত্তেজক—যখন প্রচণ্ড মূর্ত্তিধারিণী, ঘূর্ণায়মানলোচনা, আলুলায়িতকেশা, বদ্ধপরিকরা বাপান্তবর্ষিণী প্রৌঢ়ার হস্তে বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া থাকো, তখন তুমি রৌদ্র বীর ও ভয়ানক রসের উত্তেজক এবং যখন তোমার সেই সুতীব্র ভীষণ বজ্র নিগৃহীত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশ শতধা বিদীর্ণ করিয়া রক্তনদী প্রবাহিত করে, তখন তুমি করুণ-রসের উত্তেজক ; যখন তুমি আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা-রাশির মধ্যে ক্রীড়া করিতে থাক, তখন তুমি বীভৎস রসের উত্তেজক ; যখন তোমার কোমল স্পর্শে কুপিত নায়কের কোপ শান্তি হয়, তখন তুমি শান্তিরসের উত্তেজক। তোমার মহিমার অন্ত কোথায় ?—তোমাকে প্রণাম।

প্রস। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

হেমা। ও কি লো ? প্রণাম করিস্ কাকে ?

প্রস। দিদিঠাকরুণ, ঠাকুর-দেবতাদের নাম শুন্‌লে প্রণাম

কর্‌তে হয়। ওতে ঠাকুরের মহিমের কথা খুব নিকেচে।

হেমা। (হাসিয়া) সে কি লো? ঠাকুর দেবতার কথা এতে কোথায় পেলি?—তুই কি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি? তাই তো বলি, লেখাপড়া যদি শিখতিস্ তা হলে কেমন বুঝ্‌তে পাত্তিস্। দেখ্‌চিস্‌নে, একটা সামান্য কথা বাড়িয়ে—কত অলঙ্কার দিয়ে লিখেছে। (তা দেখ্, একটা ছোট কথা বাড়িয়ে বল্লে কেমন বেশ মিষ্টি লাগে। সেই জন্যে অলীকবাবুর কথা শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে।) কিন্তু বাবা তো তা বোঝেন না। একটা কথা ভাল করে' সাজিয়ে বল্লেই তিনি মিথ্যে কথা মনে করেন। দ্যাখ্ পিস্‌নি, আমার বোলে নয়—যথার্থ ভালবাসা হলেই কেমন একটা না একটা বাগ্‌ড়া পড়ে। এ রকম ঢের আমি নভেলে পড়েছি। কিন্তু ভাল বাসা হলে কি কেউ ধরে' রাখ্‌তে পারে? বাবা বলেছেন যদি তিনি একবার একটা মিথ্যে কথা ধর্‌তে পারেন, তাহলে তাঁর সঙ্গে আর আমার বিয়ে দেবেন না।

প্রস।—বল কি দিদিঠাকরুণ? বাবু মানুষ, কাঁচা বয়েস, সহরে বাস, দু চারটে মিথ্যে কথা না বল্লে কি চলে?

হেমা।—সে যাক্, এখন অলীক বাবুকে আগে থাক্‌তে কি ক'রে সাবধান করে' দি ভেবে পাচ্চি নে।

প্রস। রোস, আমি এই খানে দাঁড়িয়ে দেখি, তিনি কখন্ এখানে আসেন। কর্ত্তাবাবুর কাছে যাবার আগেই আমি তেনাকে সাবধান করে' দেব।

হেমা। চুপ্ করতো!—বাবার ঘরে কে যেন কথা কচ্চে না?—এ নিশ্চয় অলীক বাবুর গলা।

প্রস। তবে বুঝি দিদিঠাকরুণ, তিনি আর এক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসেছেন।

হেমা। তবেই তো দেখছি সর্ব্বনাশ! যদি বাবার সঙ্গে কথা কবার সময় পেয়ে থাকেন, তা হলেই তো দেখ্‌ছি—

প্রস। তা দিদিঠাকরুণ, কর্ত্তাবাবু যাতে ওঁর বেফাঁস কথা-গুন না ধরতে পারেন, তার একটা ফন্দি করতে হবে। আমার ঘটে বড় বুদ্ধি এসে না; তবে আমার সেই মিন্‌সেটাকে বলে' দেখি, যদি তার কোন রকম বুদ্ধি যোগায়; দিদিঠাকরুণ, আমি জানি তার অনেক রকম ফন্দি এসে।

হেমা। তবে তাই দ্যাখ্ দিকি।

(হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।)

প্রস। (গদাধরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ও গো একবার এই দিকে এস তো গা।

(গদাধরের প্রবেশ)

প্রস। দিদিঠাকরুণ যা বল্‌ছিলেন তা সব শুনেছো তো?

গদা। আড়াল থেকে আমি সব শুনেছি!

প্রস। পারবে?

গদা। পারব না? হাজার টাকা বড় কম কথা না,

আমি এর ভার নিলুম। আমি এমন ফন্দি করব যে তাঁর মিথ্যা কথা স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও ধরতে পারবেন না। অলীক বাবু আমাকে দেখতে পাবেন না, অথচ তাঁর কথা আড়াল থেকে আমার সব শুনতে হবে; কি রকম ধাঁচার লোকটা তার একটু আঁচ আমার আগে থাকতে নিতে হবে।

প্রস। দ্যাখ—ওনরা এলে তুমি ঐ ঘরের ভিতর ঢুকো; তুমি ঐ ঘর থেকে সব দেখতে শুনতে পাবে, অথচ তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে পালাবারও বেশ পথ আছে।

গদা। কিছু ভয় নেই—দ্যাখ দিকি আমি কি করি। (স্বগত) অলীক বাবু মিথ্যে কথা বোলে যেই ধরা পড়বার মতন হবেন অমনি তাঁকে আমার বাঁচিয়ে দিতে হবে। যদি বুদ্ধির দোষে না বাঁচাতে পারি, তাহলে হাজার টাকাটা মাঠে মারা যাবে। এই বুঝে এখন আমার কাজ করতে হবে।

প্রস। ওগো, এই ব্যালা ঘরে ঢুকে পড়, তেনরা আসচেন।

(গদাধর ও প্রসন্নের প্রস্থান এবং অন্তরাল হইতে অবলোকন)।

(নেপথ্য হইতে) সত্যি বলচি মশায়।

সত্যসিন্ধু ও অলীক বাবুর প্রবেশ।

সত্য। বল কি বাপু?

অলীক। আজ্ঞা হাঁ মশায়, কামাখ্যা দেশের রাজকন্যা রাজকন্যার নামটী হচ্চে মনোরমা। আমাকে বিবাহ করবার জন্য তিনি একবারে পাগল, কিন্তু আমি তাতে রাজি হলেম না। কেন না, আর এক জনের সঙ্গে আমার নাকি—

সত্য। আচ্ছা বাপু সেকি সত্য রাজকন্যা?

অলীক। আজ্ঞে, রাজা বিক্রমাদিত্যের বংশ।

সত্য। বনেদি ঘরের বটে। ভাল, সকলেই কি তাঁর দর্শন পেতে পারে?

অলীক। বলেন কি মশায়, তাও কি কখন হয়? চারিদিকে সেপাই পাহারা। কেবল আমি বোলে তাই পেরেছিলেম।

সত্য। বটে?

অলীক। আপনার সহিত সাক্ষ্যাৎ হয়ে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে তা আমি এক মুখে বল্‌তে পারিনে। সমস্ত গল্পটা মহাশয়ের কাছে বল্‌ছি শুনুন্।—

সত্য।—ও কথাটা বাপু থাক্, বরং আর একটা গল্প বল।

অলীক।—এ গল্পটা সত্যি মশায়।

সত্য।—এ গল্পটা সত্যি, তবে কি অন্য গল্প গুল মিথ্যে?

অলীক।—রাম! সে কি কখন হতে পারে? সব গল্প গুলিই সত্যি, তবে কি না এটা আরও—

সত্য।—এটা আরও সত্যি?

অলীক।—নানা তা নয়। আমি সে কথা বল্‌চি নে

সে যাহোক্, বিবাহের তো সমস্তই স্থির হয়ে গিয়েছিল, তবে আবার আপত্তি হচ্চে কিসে মশায়?

সত্য।—বাপু! তোমাকে তবে সব খুলে বলি। আমার মেয়েটির বয়স হয়েছে, আর তাকে বেশি দিন রাখা যায় না। এখনও তার বিবাহ হলনা ব'লে লোকে আমার ভারি নিন্দে কচ্চে, কিন্তু আমি সে সব সহ্য ক'চ্চি; আমার এই প্রতিজ্ঞা হয়েছে যে যত দিন না একটী ভাল বর খুঁজে পাই, ততদিন কখনই আমার মেয়ের বিবাহ দেব না। এতে আমার জাত থাকুক আর নাই থাকুক্। বিশেষ আমার মেয়েটিকে অনেক যত্নে লেখা পড়া শিখিয়েছি, উপযুক্ত বর না পেলে তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়।

অলীক। তাতে আর সন্দেহ কি মশায়। তা কেন, সেক্‌সপিয়ার তাঁর ওএব্‌ষ্টর ডিক্‌স্নানারি বোলে একটা নভেলেতে তো পষ্টই লিখেছেন যে মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালে তারা হয় একটা জন্তু।

হেমা। (প্রসন্নের প্রতি অন্তরালে) দেখ্‌লি উনি নভেল পড়েছেন, আমি যা ঠাউরেছিলেম তাই।

অলীক। আর, চেম্বর্স অ্যাট্‌লাসে বায়রণ্ লিখেছে যে নথ্ যেমন স্ত্রীলোকের প্রধান আলঙ্কার, বিদ্যাও স্ত্রীলোকের পক্ষে তাদ্রূপ।

সত্য। আমাদের শাস্ত্রেতেও এ বিষয়ের অনেক প্রসঙ্গ আছে।

অলীক। আজ্ঞে আছে বৈকি ; আমাদের শাস্ত্র অগাধ জগদম্বা বিশেষ, উপযুক্ত ডুবুরি হলে সকল রত্নই পাওয়া যায়। তা কেন, কালিদাসই তো মুগ্ধবোধে লিখে গেছেন যে "বিদ্যা-হীন না শোভন্তি বৈশাখে নর বাঁদরী।"

সত্য। তুমি বাপু সংস্কৃতও জান না কি ?

অলীক। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আজ্ঞে, আপনার আশী-র্ব্বাদে কিঞ্চিৎ জানা আছে—বল্লে অহঙ্কার করা হয়, এই সে দিন, (তারানাথ বাচস্পতি মশায়ের সঙ্গে ব্যাকরণ ঘটিত অনেক তর্ক বিতর্ক হল—তা বল্‌তে কি, তাঁর কিঞ্চিৎ ব্যুৎ-পত্তি জন্মেছে—তা মশায়, ঝাড়া তিন ঘণ্টা তর্কের পর তাঁকে মুক্ত কণ্টকে স্বীকার করতে হল যে বাপু তোমার মত অদ্বিতীয় পণ্ডিত আর ভূভারতে নেই।)

সত্য। বাপু, আমাদের সেকেলে ইংরাজি ও সংস্কৃতের চর্চ্চা বড় একটা ছিল না—পার্সিটাই খুব চলিত ছিল। (স্বগত) সংস্কৃত ও ইংরাজি শাস্ত্রে ছোগ্‌রাটীর বিলক্ষণ দখল আছে দেখ্‌ছি—কিন্তু শুধু বিদ্যা থাক্‌লে তো চল্‌বে না (প্রকাশ্যে) দেখ বাপু, এপর্য্যন্ত যে কত বর এল গেল, তার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু তাদের কাকেও আমার পছন্দ হয় নি।

অলীক। ভাল বর না হ'লে আপনার মতন লোকের পছন্দ হবে কেন ? আর, ভাল বর পাওয়াও অদৃষ্টের কর্ম্ম। অত কথায় কাজ কি, এই দেখুন না কেন, বিষ্ণুপুরের রাজা তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য আমাকে কত সাধাসাধি

কল্লে—কিন্তু আপনাকে কথা দিয়েছি বোলে আমি তাতে কিছুতেই রাজি হলেম না। আর দেখুন মশায়, আমার কি একটা বদ্ রোগ আছে যে একবার কথা দিলে আর আমি তা লঙ্ঘন কত্তে পারিনে—বরং ইদিকের সূয্যি উদিকে উঠ্‌তে পারে তবু আমার কথার বেঠিক্ হয় না।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তা কেমন—যুধিষ্ঠিরের ঠাকুরদাদা আর কি!

সত্য। এ আবার বদ্ রোগ কি?—এ তো সচ্চরিত্রেরই লক্ষণ। এ রকম রোগ যেন বাপু সকলেরই হয়। যাহোক্ বাপু তোমাকে আজ আমার পরীক্ষা ক'ত্তে হবে। আমি এই নিয়ম ক'রেছি যে পরীক্ষা না করে' কারও সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না।

অলীক।—(আশ্চর্য্য হইয়া) পরীক্ষা!—কিসের পরীক্ষা মশায়? (স্বগত) কি উৎপাত! এত করে' ইস্কুল থেকে এড়িয়ে আবার বুড়ো বয়সে এগ্‌জ্যামিনের দায়ে পড়তে হ'ল নাকি!

সত্য। এমন কিছু পরীক্ষা নয়—তোমার কথা বাত্রাতেই তোমার যথেষ্ট পরীক্ষা হবে।

অলীক। (স্বগত) রাম বল বাঁচলেম। কথা বাত্রায় আমার পরীক্ষা হবে; তবে আমাকে আর পায় কে?—এম্‌নি লম্বা চৌড়ো কথা শুনিয়ে দেব যে উনি একেবারে তাক্ হয়ে যাবেন। (প্রকাশ্যে) তা মশায়, আমি পরীক্ষা দিতে রাজি

আছি। দেখুন মশায়, সে দিন একটা ভারি বিপদে পড়েছিলেম।

সত্য। কি বিপদ বাপু?

গদা। (অন্তরাল হইতে) এই দেখ, আবার কি একটা আষাঢ়ে গল্প বলে।

অলীক। ও পারে বোস্‌দের বাড়ি, সে দিন আমার আর আমার একটী বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল—তা মশায়, আমরা তো জগন্নাথ ঘাটে নৌকো ক'র্‌লেম। নৌকোয় উঠে খানিক দূর গিয়েছি—তখন ঝিকি মিকি ব্যালা—আর অমনি কোন্নগরের দিকে একখানা মেঘ দেখা দিলে, তার পরে ফুর্ ফুর্ ক'রে একটু বাতাস উঠ্‌ল। তার পরেই মশায়, তড়্ তড়্ ক'রে কাল মেঘে একেবারে আকাশ ছেয়ে গেল—আর ভয়ানক ঝড়।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) যে রকম বর্ণনা কচ্চেন তাতে তো দেখচি ইনি বেশ নভেল লিখ্‌তে পারেন।

অলীক। তার পর মশায় ভয়ানক তুফান—এমন আমি কখন দেখিনি।—তাল গাছের মত বড় বড় ঢেউ যেন চারদিক থেকে গিল্‌তে এল। নৌকটা ডোবে আর কি—এমন সময় আমি কোমর বেঁধে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লেম। ভাগ্যি আমার সাঁতার দেওয়াটা খুব অভ্যেস ছিল, তাই রক্ষে। আমি সেখান থেকে এক ডুব্ মার্‌লেম্, আর এক-ডুবেই একেবারে শাল্‌কের ঘাটে দাখিল। ঘাটের রাণাটা আমার মাথায় ঠণাৎ করে' লাগ্‌ল। কপাল টা মশায় একেবারে

ফুলে ঢাক হয়ে উঠ্‌ল। তার পর দেখি পেট্‌টাও জল খেয়ে ঢেঁকি হয়েছে। যা হোক্‌, প্রাণ টা তো বাঁচ্‌লো।

হেমা। আহা, নাজানি উনি কত কষ্টই পেয়েছিলেন।

সত্য। জল খেলে কি করে' বাপু? যে ডুব সাঁতার ভাল জানে, সে কি কখন জল খায়?

অলীক। একি মশায় ছোট পুষ্করণী? একে গঙ্গা, তাতে আবার তুফান; যেই এক এক বার মাথা ওঠাচ্চি, অমনি এক এক ঘটি জল খেয়ে ফেল্‌চি।

সত্য। তবে যে বাপু তুমি ব'ল্লে এক ডুবেই গঙ্গা পার হলেম?

অলীক। সে কথার কথা বল্‌ছিলেম। তার পর শুনুন্‌ না মশায়, সাঁতার দিয়ে তো ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়েছি, প্রাণ যায় আর কি, কি করি, কোথায় যাই, ভাগ্যি কাছে একটা দোকান ছিল তাই মশায় রক্ষে, সেখানে গিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে তবে বাঁচি।

সত্য। এক গঙ্গা জল খেয়েও সাধ মিট্‌ল না বাপু?

অলীক। সে জল কি পেটে ছিল মশায়, ডাঙ্গায় এসেই সব উঠে গিয়েছিল।

সত্য। ভাল, তোমার সেই বন্ধুটীর দশা কি হল? মোলো কি বাঁচ্‌লো, তার কথা তো তুমি কিছুই বল্লে না?

অলীক। বন্ধু কে মশায়?

সত্য। এই যে তুমি প্রথমেই বল্লে "ওপারে আমার আর আমার একটী বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল"—

অলীক। ওঃ! তার কথা বল্‌চেন? সে তো তখনি অক্কা পেলে। যেমন নৌক ডুবি হল, তারও সেই সঙ্গে কর্ম্ম সাফ্ হয়ে গেল। সাঁতার না জান্‌লে কি গঙ্গায় রক্ষা আছে মশায়?

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) লোকটার মুখ জোর খুব আছে দেখ্‌ছি। বোধ হয় আমার বেশি কষ্ট পেতে হবে না, আপনার কাজ আপনিই ফতে ক'ত্তে পার্‌বে।

(অলীক বাবুর একজন বন্ধুর প্রবেশ।)

বন্ধু (স্বগত) সে শালা কোথায়? সে দিন বড় ঢলিয়েছিল। এমনি মাতাল হয়েছিল যে চৌকিদারেরা ঝোলায় ক'রে তাকে পুলিসে নিয়ে যায়। আমি তবে দশটা টাকা দিয়ে চৌকিদারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। কোথায় সে শালা?

(অলীককে দেখিতে পাইয়া প্রকাশ্যে)

হ্যাঃ বাবা! সেদিন কেমন রগড় হয়েছিল?

অলীক। (ত্রস্ত হইয়া স্বগত) কি উৎপাৎ! সেই শালা এসেছে দেখ্‌চি—এই বার দেখচি সব ফাঁস হ'য়ে গেল। কি করে' এখন একে থামাই।

(এই সময়ে গদাধর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অলীকের বন্ধুকে তাড়াতাড়ি ইঙ্গিত দ্বারা আহ্বান ও গদাধরের নিকট তাহার গমন)

সত্য। ও লোকটা কে বাপু?

হ'লে চালিয়ে দেওয়া যাক্ না কেন। সহরের একজন খুব ধনী ব'লে আমি সত্য সিন্ধুর কাছে আপনার পরিচয় দিয়েছি— দুই এক জন গাইয়েও যে আমার মাইনে-করা চাকর আছে— সেটাও তো বলা ভাল। আর গান ক'ত্তে বল্লেই ও ব্যাটাও লজ্জায় এখান থেকে এখনি পালাবে, তা হ'লে আমিও বাঁচ্‌ব।

সত্য। ও ছোগ্‌রাটী কে বাপু?—বল্‌চ না যে?

অলীক।—আজ্ঞে ও একটী গাইয়ে, ৫০ টাকা দিয়ে ওকে আমি চাকর রেখেচি।

সত্য। বটে!

গদাধর। (অন্তরালে—অলীকের বন্ধুর প্রতি জনান্তিকে) কর্ত্তা ব'সে আছেন দেখতে পাও নি? এয়ারকির কথা গুল ছেড়ে দিয়ে ওখানে ভাল হয়ে বোসো।

বন্ধু।—(স্বগত) উনি কর্ত্তা না কি?—তবে তো কথাটা ভাল হয় নি। এবার তবে ভাল মানুষের মত বসি গে। (নিকটে আসিয়া উপবেশন)

অলীক।—(সত্যসিন্ধুর প্রতি) ইনি বেশ গাইতে পারেন মশায়।

সত্য।—"জ্ঞানং পরতরং নাস্তি, গানং পরতরং নাস্তি" গানের চেয়ে কি আর জিনিস আছে? তোমাদের কল্‌কাতায় এলেম বাপু—দু একটা গান টান শোনাও।

বন্ধু। (লজ্জিত হইয়া) আমি মশায় গান জানিনে।

অলীক। মশায় উনি গানেতে ওস্তাদ।

সত্য।—তবে হোক্ না একটা—হোক্—হোক্।

অলীক।—গাওনা একটা—

বন্ধু। (স্বগত) ভাল মুস্কিলেই পড়েছি—এরকম হবে জান্‌লে কোন্ শালা এখানে আস্‌তো—দূর হোক্, গে—যা জানি একটা গেয়ে পালাই। (গানারম্ভ।)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

"গা তোলোরে নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশ বনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁই শাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।
ধুতুরা ভ্যারেণ্ডা আদি, ফুটে ফুল নানা জাতি, স্ক্যাভে-ঞ্জারের গাড়ি নিয়ে যায় গাড়োয়ান।"

সত্য। বাঃ বেশ মিষ্টি গলা তো!

অলীক। কেন মশায়, প্রাতঃকালের বর্ণিমেটাই ব[illegible] ক্ক মন্দ।✓

বন্ধু। (উৎসাহ পাইয়া) এরই জোড়া আর একটী সন্ধ্যার বর্ণনা আছে—সেটা আরও ভাল।

অলীক। সেটা শুনিয়ে দেও না।

বন্ধু। গানটী হচ্ছে জানকীর প্রতি শ্রীরামের উক্তি।

সত্য। তা বেশ—বেশ—ঐ গানটীই গাও বাপু।

বন্ধু। (গানারম্ভ)

রাগিণী পুরবী—তাল কাওয়ালি।

গা ঢালোরে, নিশি আগুয়ান, প্রাণ।
"বেল ফুল" "বেল ফুল", ঘন হাঁকে মালি-কুল,
"বরীফ্" "বরীফ্" হেঁকে বরফ্-ওলা যান।
শ্যাওড়া বনে পালে-পাল, ক্যাক্কা-হুয়া ডাকে শ্যাল,
আঁস্তাকুড়ে কিচির্-মিচির্ ছুঁচোয় করে গান।
হুলো বেড়াল মিয়াও কোরে, নেংটে ইঁদুর ধ্যচ্ছে ধোরে,
পেঁচা ভাবে আমার খাবার অন্যে কেন খান।
পড়্‌ল গুড়ুম নটার তোপ্, এখনও কি যায় নি কোপ,
একটু-খানি দিয়ে হোপ্ রাখ্‌লো আমার প্রাণ।
ভোঁদড় গুল মার্‌চে উঁকি, ঘুমিয়ে পোলো খোকা খুঁকি,
শ্রীরাম বলেন হে জানকী, ভাংবে কি তোর মান?
দ্বিজ বাল্মীকি কয়, এমান ভাংবার নয়,
চরণ ধর হে দয়াময়, নইলে নাইকো ত্রাণ।

সত্য। (কিয়ৎক্ষণ-ভাবিয়া)—কিন্তু—এটা তো বাল্মীকের রচনা বলে বোধ হচ্চে না বাপু।—এটা যে কেমন কেমন ঠেক্‌চে।

অলীক। আজ্ঞে ওটা নিজ বল্মীকের না হোক্, কীর্ত্তিরাম দাসের ভাঙ্গা বটে। (স্বগত) ইনি হচ্ছেন এক জন অজ্ পাড়াগেঁয়ে লোক—রাগরাগিনীর ধার তো কিছুই রাখেন না।—আমিও ততোধিক—কিন্তু এঁর কাছে রাগ-

রাগিণী ফলাতে খুব আরাম আছে (প্রকাশ্যে) এটা কি রাগিণী জানেন মশায় ?

সত্য।—না বাপু—রাগ রাগিনী আমি কিছু বুঝি নে।

অলীক।—আজ্ঞে এটা হ'চ্চে রাগিনী শব্দকল্পদ্রুম।

বন্ধু।—না না—এটা যে বেহাগ।

অলীক। আরে মুর্খ—এর বাঙ্গলা নাম বেহাগ, সংস্কৃততে একে শব্দকল্পদ্রুম বলে। দেখুন মশায়—হিন্দু-সন্তান হয়ে সংস্কৃতটা না-জানা বড়ই খারাপ।

সত্য। তার সন্দেহ কি বাপু। আর একটা গান হোক্ না—তুমি বাপু ফরমাস কর—আমি তো রাগ রাগিনী কিছুই বুঝিনে।

অলীক। আচ্ছা—রাগ ঘটোৎকচ গাও দিকি।

বন্ধু। সে কি আবার ?

সত্য। ঘটোৎকচ ব'লে তো একটা রাক্ষস ছিল জানি—ঐ নামে এক রাগও আছে না কি ?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ!—এ রাগ সকলে জানে না। খুব বড় গাইয়ে না হ'লে এ রাগে গাইতে পারে না।

বন্ধু। (স্বগত) শালা তো ভারি উৎপাতে ফেল্লে দেখ্‌ছি, ঘটোৎকচ রাগ তো আমি কখন শুনিনি। যাহোক্ আর এখানে থাকা নয়, পালান যাক্। (প্রকাশ্যে) অলীক বাবু, আমি তবে আসি—আমার আজ একটু বিশেষ কাজ আছে। (তাড়াতাড়ি প্রস্থান)

অলীক।—ব্যাটার রোজই একটা না একটা ওজর। ৫০ টাকা মাইনে বড় কম নয়। রোস্ কালই ওকে ছাড়িয়ে আর এক জন গাইয়ে বাহাল কচ্চি। আমার বড় আপ্‌সোস্ হচ্চে যে মশায় ঘটোৎকচ রাগিনীটা শুন্‌তে পেলেন না—তা, সকল ওস্তাদ তো সকল রাগ জানে না, আমি আর এক ওস্তাদের কাছে এই রাগটী পূর্ব্বে শিক্ষা করেছিলেম—তা যদি বেয়াদবি মাপ করেন তো—

সত্য।—তা গাও না—তাতে ক্ষতি কি। উত্তম সঙ্গীত হলে পিতা-পুত্রেও গাওয়া যায়। শাস্ত্রেই তো আছে "শিশু পশু মৃগব্যালা নাদেন পরিতুষ্ঠতি"

অলীক। (নানা ভঙ্গী সহকারে গানারম্ভ)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

"ছিলি যেখানে সেখানে যারে ভৃঙ্গ ;
চটক্ ফটক্ দেখালে কি হবে।
আস্‌কারা মস্‌কারা পেয়ে করিস্ নেকো রঙ্গ।
করিস্‌নে করিস্‌নে ম্যানে মিছে ন্যাকেরা,
রাগে গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ কপালে খ্যাংরা ;
ধা কিটিতাক্ ধুমকিটিতাক্ ধেন্না উড়ে যা পতঙ্গ,
রঙ্গ ভঙ্গ দেখে জ্বলিছে অঙ্গ" ॥

সত্য।—দিল্লি থেকে একজন মস্ত ওস্তাদ কৃষ্ণনগরে এক-বার এসেছিল—সে বাপু এই রকম খিটিমিটি খিটিমিটি ক'রে

কত কি গান গেয়েছিল। তাতেই বোধ হচ্চে, ইটি উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত।

অলীক। আজ্ঞে হাঁ, উঁচ্চ অঙ্গের বৈকি, মিঞা তান সেনের পৃসিদ্ধ ধ্রূপদ।

হেমা।—(অন্তরাল হইতে স্বগত) হা কর্ণ! তুমি কি শুনলে! যা শুনলে তা কি আর কখন শুনেছ? এমন মিষ্টতা কোথায় আছে? এমন মিষ্টতা পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে নেই—এমন মিষ্টতা উষার অরুণ-কিরণে নেই—এমন মিষ্টতা মধুকর-রচিত মধুচক্রে নেই—হা কি শুনলেম!

সত্য। বাপু তমাক্ ডাক, সেই অবধি তোমার গল্প শুনচি—এক ছিলিম তমাক দিলে না।

অলীক। তাইতো, ব্যাটারা ভারি কুঁড়ে দেখ্‌চি। ওরে মাধা, হারা, কানাই, কোন ব্যাটাই যে উত্তর দেয় না।

সত্য। এমন জান্‌লে যে আমার চাকর সঙ্গে নিয়ে আস্‌তেম। তুমি বল্লে তোমার ঢের চাকর আছে—তাই আর আন্‌লেম না।

অলীক। আজ্ঞে চাকরের অপ্রতুল কি?—আমার দশ বার জন চাকর।—ব্যাটারা সব ঘুমুচ্চে দেখ্‌চি। রসুন মশায়—আমি একবার দেখে আসি।

(অলীকের প্রস্থান, পরে স্বয়ং তামাক সাজিয়া অলক্ষিত ভাবে হাতটী মাত্র বাড়াইয়া ঘরের ভিতরের দেয়ালে হুঁকা ঠেস্ দিয়া রাখন ও পরে পুনঃ প্রবেশ)

অলীক। আশ্চর্য্য! এখনও ব্যাটারা তামাক্ দিলে না?—ও!—ঐযে দিয়ে গেছে দেখ্‌ছি। মশায় তামাক ইচ্ছে করুন।

সত্য। (হুঁকা লইয়া) আ বাঁচলেম!

অলীক। দেখেছেন মশায়—ব্যাটারা আস্তে আস্তে হুঁকটা ঐ খানে রেখে গেছে—আমার ভয়ে এখানে আস্‌তে পারে নি।

সত্য। (কাশিতে কাশিতে) দেখ বাপু, তোমাদের কল্‌কাতা বড় গরম—এখানে আর তিষ্ঠোনো যায় না।

অলীক।—গরম বোধ হচ্চে?—একটু নক্‌স্ ভমিকা খান্ না মশায়।

সত্য। সে কি বাপু?

অলীক। হুমোপাথি চিকিৎসায় এই ওষুধ চলিত—বড় চমৎকার ওষুধ। হনুমানজী গন্ধমদন থেকে যে ওষুধ এনে লক্ষ্মণ ভায়াকে বাঁচান, এ সেই ওষুধ। জানেন মশায়, আমাদের হনুমান এক জন মস্ত ডাক্তার ছিলেন?

সত্য। হুমোপাথি চিকিৎসাটা কি রকম বাপু?—তোমার চিকিৎসা বিদ্যাও আসে না কি?

অলীক। আজ্ঞে চিকিৎসা শাস্ত্রও কিঞ্চিৎ অধ্যায়ন করা হয়েছিল—হুমোপ্যাথি শাস্ত্রটা কি জানেন মশায়? প্রথমে এই শাস্ত্রের নাম হনুমানপন্থি ছিল—ক্রমে তার নাম হুমোপ্যাথি হয়ে দাঁড়িয়েছে।—ইংরেজ বেটারা বলে কিনা

এশাস্ত্র তারা বের করেছে—কিন্তু হনুমান যে এর ছিষ্টিকর্ত্তা এটা মশায় তারা অস্বীকার কত্তে পারে না।

সত্য। বটে?

(বাড়ি ভাড়ার টাকা আদায় করিবার জন্য একটা খাতা হস্তে এক জন ব্যক্তির প্রবেশ)

ঐ ব্যক্তি।—(স্বগত) সেই ছোগ্‌রাটা তো এই বাড়ি ভাড়া ক'রেছে,—তার বিষয়-আশয় আছে কি না, তা তো জানি নে—এখন ভাড়ার টাকাটা আদায় হ'লে হয়।

অলীক। (স্বগত) নর্ব্বনাশ ক'রেছে—সেই ব্যাটা এই বাড়ির ভাড়া আদায় ক'ত্তে এসেছে। এটা যে আমার নিজ বাড়ি নয়—ভাড়াটে বাড়ি—এই বার দেখ্‌চি সব প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে। ব্যাটাকে এখন কি ক'রে তাড়ান যায়?

ঐ ব্যক্তি। (অলীককে দেখিতে পাইয়া) এই যে বাবু—আমার হিসাব টা চুকিয়ে দিলে ভাল হয় না?—অনেক দিন পড়ে আছে।

অলীক। (ধম্‌কাইয়া) এখানে কি?—যাও যাও, নিচে যাও—দফ্‌তর্‌খানায় যাও—

ঐব্যক্তি। দফ্‌তর্‌খানায় যাব? এই যাই মশায়। (স্বগত) এমন তেরিয়া মেজাজের বাবুও তো আমি কখন দেখিনি, মিষ্টি মুখে বল্লেই হয় যে যাও দপ্তরখানায় গিয়ে খাতাঞ্চির কাছ থেকে ভাড়ার টাকা-কটা চুকিয়ে নেওগে, তাতো নয়, বাবা! আমাকে যেন একেবারে খেতে এল। (প্রস্থান)

গদা। (স্বগত অন্তরাল হইতে) বাবুর খাতাঞ্জি তো ঢের! এখন ও ব্যাটা যদি ফের উপরে আসে, তাহলেই তো মিথ্যা কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে, তা কখনই হতে দেব না—ব্যাটা নিচে গেলে এমনি ঠুকে দেব যে প্রাণান্তেও আর এ-মুখো হবে না।

অলীক।—আরে মশায়, আমার সরকারটা ভারি বিরক্ত ক'রে তুলেছে। এই সময় কিনা হিসেব নিয়ে উপস্থিত!—এই সময় কি হিসেব দেখ্‌বার সময়?

সত্য। হিসেব টিসেব বুঝি তুমি নিজেই দেখ?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ, সব নিজে দেখ্‌তে হয়—নিজের চোখে না দেখ্‌লে কি চলে মশায়?

সত্য। একথা শুনে বাপু আমি বড় খুসি হলেম—কেন না, বড় মান্‌সের ছেলেরা নিজের চোখে কিছুই দেখে না। আর একটা বাপু তোমাকে আমি উপদেশ দি। দেখ, ঘরে ব'সে কখনই থেক না—একটা কোন ভাল কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দ্যাখ। যদিও তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য—কিছুরই অভাব নেই—তবু একটা কাজ কর্ম্ম নিয়ে থাক্‌লে খারাপ দিকে মন যায় না। গভর্ণমেণ্টে কাজ করে এমন কি কোন বড় লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ নাই?—মুরুব্বির জোর না থাকলে বাপু আজ কাল কোন কাজ পাওয়া যায় না। অনারেবল্ জগদীশ বাবুর সঙ্গে কি তোমার আলাপ আছে? তিনি এক জন মস্ত লোক।

অলীক। বলেন কি মশায় ?—তাঁর সঙ্গে আমার আবার আলাপ নেই ? বিলক্ষণ আলাপ আছে।

সত্য। তাঁর সঙ্গে তোমার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হয় ?

অলীক।—সাক্ষাৎ হয় না ?—প্রতিদিনই সাক্ষাৎ হয়। তাঁর বাড়িটী বড় চমৎকার দেখতে মশায়।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এই দেখ, আবার একটা মিথ্যে কথা কয়। আমি হলেম জগদীশ বাবুর মোসাহেব—আমি তো ওকে এক দিনও আমাদের বাড়িতে যেতে দেখি নি।

অলীক।—জগদীশ বাবু আমার একজন মস্ত মুরব্বি। তিনি দুটো কর্ম্ম আমার জন্যে রেখেছেন। হয় বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের, নয় টাক-শালের দেওয়ানি পদটা তিনি সাহেব-সুবকে বলে আমাকে ক'রে দেবেন। এখন আমার ওর মধ্যে যেটা পছন্দ হয়। আর তিনি পষ্টই বলেন যে অলীকপ্রকাশের মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী লোক সহরের মধে অতি অল্পই আছে।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তা বাস্তবিক। অলীক বাবুর মত লোক আমি তো কোথাও দেখি নি। যে পৃথিবীতে গোলাপে কণ্টক আছে, বিদ্যুতে বজ্র আছে, পুষ্পকলিকায় কীট আছে, প্রতি-পদে অলীকতা কুটিলতা শঠতা, অলীক বাবু সে পৃথিবীর লোক নন।)

সত্য। এ অতি সুখের বিষয়। তা বাপু—এমন সুবিধে

পেয়েও চুপ্ ক'রে বসে আছ? এস, এখনি তোমায় জগদীশ বাবুর কাছে যেতে হবে, এস আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্চি। এই ছুটোর মধ্যে একটা কর্ম্ম যাতে তোমার শীঘ্র হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা কত্তে হবে।

অলীক। এই সবে আপনি এখানে এসেছেন, এর মধ্যেই কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে যাবেন?—ভাল কথা—আমার এই বাড়িটা আপনি কেমন পছন্দ করেন?

সত্য। বাড়িটা একটু ফাঁকা জায়গায় হ'লেই ভাল হ'ত—তা—

অলীক। এ কথা আমাকে আগে বল্লেন না কেন মশায়? বিডিন এস্কোয়্যায়ের সাম্‌নে আমার একটা মস্ত বাড়ি আছে—সে জায়গাটা বেশ ফাঁকা। তা হ'লে ঠিক্ আপনার মনের মত হ'ত।

সত্য। তোমার আর একটা বাড়ি আছে না কি?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ। সে বাড়িটে তৈরি ক'ত্তে আমার বেশি খরচ পড়ে নি। হদ্দ পাঁচ লাখ টাকা।

গদা। (অন্তরাল হইতে) খরচের্ মধ্যে একটা মিঁথ্যে কথা!

অলীক। বাড়িটী মশায় বড় চমৎকার! আগা গোড়া নতুন—বড় বড় ঘর, আর সকল রকম সুবিধে আছে। সে বাড়ি দেখ্‌লে আপনি নিশ্চয় পছন্দ কত্তেন।

সত্য। সত্যি নাকি?—তা বেশ হয়েছে—আমি সেই

বাড়িতেই থাক্‌ব। যদিও এ বাড়ির দুটো মহল আছে—তবু তোমাতে আমাতে এখন এক সঙ্গে থাকাটা ভাল দেখায় না।

অলীক। কি আপ্‌শোষ! আপনি যদি এর কিছু আগে বলতেন, তাহ'লে বড় ভাল হত। আমি—এই কাল বাড়িটে বিক্রী ক'রে ফেলেছি।

সত্য। কি! এর মধ্যেই—বিক্রী ক'রে ফেলেছ?

অলীক।—হাঁ মশায় দেড় লাখ্‌ টাকায়। যেমন বাড়ি তদুপযুক্ত দাম হয় নি যদিও—কিন্তু কিছু মেরামত বাকী ছিল না কি, তাই—

সত্য। এই বল্লে বাড়িটে আগা-গোড়া নতুন—আবার মেরামত বাকি?

অলীক।—আমার বল্‌বার অভিপ্রায় তা নয়—বাড়িটা নতুন সত্যি—কিন্তু একটা দেয়ালের গাঁথনি মজবুদ ছিল না ব'লে খানিকটা ভেঙ্গে পড়ে ছিল। আজ কালের গাঁথুনি কি কম-মজবুত তা তো আপনি জানেন—সেই জন্যে দেড় লাখ্‌ টাকা দেড় লাখ্‌ টাকাতেই রাজি হলেম। মনে কল্লেম, যথা লাভ!

সত্য। বাড়িটা বিক্রি করেছ কাকে?

অলীক। যাকে বিক্রি ক'রেছি তার নাম লাটু ভাই। লোকটা খুব ধনী। আগে কল্‌কাতায় একজন মস্ত দালাল ছিল। এখন কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ব'সে আছে।

(পত্র লইয়া এক ব্যক্তির প্রবেশ।)

পত্রবাহক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়! আপনার নামে এক খানি পত্র আছে (পত্র প্রদান)

সত্য। (পত্র পাঠ) ও! সেই টাকাটা দিতে হবে বটে! সেই হুণ্ডিগুল আবার কোথায় রাখ্‌লেম দেখি।

(সত্যসিন্ধু, পত্র-বাহক ও অলীকের প্রস্থান এবং হেমাঙ্গিনী ও প্রসন্নের প্রবেশ)

হেমা।—দ্যাখ্‌ পিস্‌নি, যার সঙ্গে ভালবাসা হয়, তাকে ভালবাসার চিঠি গোপনে পাঠাতে হয়—তুই যদি নভেল পড়্‌তিস্‌ তা হলে এ সব বেশ বুঝ্‌তে পাত্তিস্‌।

প্রস। তোমরা দিদিঠাকরুণ ন্যাকা-পড়া জান, তোমরা চিঠি পাঠাবে বৈকি—আমরা মুখ্‌খু নোক, আমরা অত কি জানি।

হেমা।—তা দ্যাখ্‌—আমি একটা চিঠি লিখেছি—শোন্‌ দিকি কেমন হয়েছে। (পত্রপাঠ)

পত্র।

স্বামিন্‌!—

কি বলিলাম?—আমি কি এখন আপনাকে এরূপ সম্বোধন করিতে পারি?—কে বলে পারি না?—অবশ্য পারি। সমাজ ইহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে পারে, পৃথিবীর

সমস্ত লোক আমার নিন্দা দেশ বিদেশে পরিঘোষণা করিতে পারে, পিতা মাতা আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু এরূপ মধুর সম্বোধন করিতে কেহই আমাকে বিরত করিতে পারিবে না। আমি জগতের সমক্ষে, চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিব, তুমিই আমার স্বামী; শত বার বলিব, সহস্রবার বলিব, লক্ষ বার বলিব, তুমিই আমার স্বামী। যে অবধি আমাদের গবাক্ষ দ্বার দিয়া তোমার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ-খানি দেখিলাম— সেই মুখ-খানি, সেই উষার প্রথম কিরণের ন্যায় মুখ-খানি, সায়াহ্নের প্রথম তারার ন্যায় মুখ-খানি, কমল-বনে প্রথম শিশির-বিন্দুর ন্যায় মুখ খানি, প্রেমের প্রথম আলাপের ন্যায় সেই মুখ-খানি দেখিলাম—দেখিয়া মজিলাম—মজিয়া জ্বলি-লাম—জ্বলিয়া মরিলাম না কেন? আর পারি না, পত্রের প্রতি ছত্র অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছে। কত পত্র লিখিলাম, অশ্রুজলে মুছিয়া গেল। আবার মুছিয়া গেছে—আবার লিখিয়াছি। আর পারি না, অশ্রুজলে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এই বার বিদায়, এই বার শেষ বিদায়; জন্মের মত বিদায়। যদি এই নারীজন্মে বিধাতা এমন দিন লিখিয়া থাকেন, তবে একবার তোমার সেই মুখ-খানি দেখিব, নয়ন ভরিয়া দেখিব, দেখিতে দেখিতে মরিব। জীবনে আর আমার কোন সাধ নাই।

তোমারি হেম।

প্রস।—(অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে.) বালাই! তুমি দিদিঠাকরুণ মর্‌বে কেন?—ও রকম ওলুক্ষুণে কথা কি বল্‌তে আছে?—যার কেউ নেই সেই মরুক্, তুমি মর্‌বে কেন?—বালাই!

হেমা। তুই পাগল হয়েচিস্ না কি? আমি কি সত্যি-সত্যি মর্‌তে যাচ্চি?—ভাল বাসার চিঠিতে ওরকম লিখ্‌তে হয়। তুই যদি নভেল পড়্‌তে জান্‌তিস্ তো এসব বুঝ্‌তে পাত্তিস্। (স্বগত) হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে গিয়েছি, বিষ-বৃক্ষের সেই জায়গাটা তুল্লে হ'ত। থাক্ আর কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) দ্যাখ্ পিস্‌নি, তুই এই চিঠিটা কোন রকম ক'রে অলীক বাবুর হাতে দিতে পারিস্?—

প্রস। তা দিদিঠাকরুণ পার্‌ব না কেন—আমি লুকিয়ে দিয়ে আস্‌ব এখন।

হেমা। (পত্র প্রদান) দেখিস্ যেন কেউ না টের পায়। ঐ বুঝি অলীক বাবু এই দিকে আস্‌চেন।

হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান ও অলীকের প্রবেশ।

প্রস। (অলীকের প্রতি) হ্যাঁগা বাবু, তুমি কি কিছুতেই শোধ্‌রাবে না?

অলীক। (চমকিত হইয়া) এ মাগি আবার কোথা থেকে এল?—ক্যাডাভ্যারাস্—কে তুই?—আ মোলো মাগি, শোধ্‌রাব কি?

প্রস। তোমার সঙ্গে বের সোম্মোন্দো হচ্চে নাকি—তাই বলচি, আমি দিদিঠাকরুণের দাসী, আমার নাম পেসন্ন।

অলীক। (বুঝিতে পারিয়া) ও! তুমি প্রসন্ন—দিদিঠাকরুণের দাসী—এস এস। তোমার দিদিঠাকরুণ ভাল আছেন?

প্রস। হ্যাঁগা, ভাল আছেন।

অলীক। আমি তোমার দিদিঠাকরুণের কাছে কি দোষে অপরাধী যে তুমি আমার শোধ্‌রাবার কথা বল্‌চ? তোমার দিদিঠাকরুণ বই আমি তো আর কাউকে জানিনে।

প্রস। নানা তা নয়—কত্তা-বাবু বলেচেন যে আজ রাত্তিরের মধ্যে যদি তোমার একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়ে, তাহলে তোমার সঙ্গে দিদিঠাকরুণের বে দেবেন না।

অলীক। আমার মিথ্যা কথা?—আমি মিথ্যে কথা কই?—এ দোষ কে দিলে?—আমার মতন মিথ্যেবাদী—রাম্ বল—সত্যবাদী আর একটি খুঁজে বের কর দিকিন।

প্রস। নানা তা বলচিনে বাবু—কথা-গুন ডা ডাগর না বোলে একটু খাট-খাট করে বোলো—আমাদের কত্তা ডাগর-ডাগর কথা ভাল বাসেন না।

অলীক। সব সময়েই কি কথা ছোটো হয়—কখন খাট—কখন ডাগর—যে টা সত্যি সেইটিই তো আমার বল্‌তে হবে। জান্‌লে প্রসন্ন, আমার সব কথাই সত্যি—মোদ্দাখানা সত্যি। তবে অত খুঁটি নাটি ধর্‌তে গেলে চলে না। আর দ্যাখ বাছা, যেটী হয়েছে ঠিক্ সেইটী বল্‌তে আমার বড় ভাল লাগে

না—ওর মধ্যে একটুখানি অলঙ্কার না দিলে কথাগুল কেমন খট্‌খোটে হয়ে হয়ে পড়ে। কাট্‌খোট্টার মত নেহাৎ ডাল-রুটি-খেগো কথাগুল কি ভাল লাগে? ভদ্র লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই পাঁচ রকম সাজিয়ে বল্‌তে হয়—না হ'লে যে আমাকে অসভ্য বল্‌বে। অত কথায় কাজ কি—এবার তোমাকে বেশ বুঝিয়ে দিচ্চি। মানুষ কি শুধু ভাত খেয়ে বাঁচ্‌তে পারে? ভাতের সঙ্গে ডাল চাই—মাচের ঝোল চাই—কালিয়ে চাই—

প্রস। (তাড়াতাড়ি) আমি বাবু কিন্তু একটা মাচ্‌চচ্চড়ি আর আম্বল পেলেই সব ভাত গুল খেয়ে ফেল্‌তে পারি।

অলীক। তাই বল্‌চি—এখন বুঝ্‌লে তো?

প্রস। এখন বুঝিচি। আমিও তো তাই বলি বাবু।

প্রস। হ্যা দ্যাখো বাবু, দিদিঠাকরুণ তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন (পত্র প্রদান)

অলীক। (পত্র পড়িতে পড়িতে)—এর মধ্যেই স্বামী—গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি—তা হয়েছে ভাল-মেয়েটাও দেখ্‌তে মন্দ নয় আর সত্যসিন্ধুর টাকাও ঢের। মেয়েটার তো পছন্দ হয়েছে, এখন বাবা-ব্যাটার চোখে ধুলো দিতে পার্‌লেই হয়। মেয়েটার পেটে কিছু বিদ্যে আছে দেখ্‌চি—যে রকম লিখেছে, আমার চোদ্দপুরুষেও অমন লিখ্‌তে পারে না। মেয়েটা দেখ্‌চি, আমার প্রেমে একেবারে মজে গেছে। তা, আমাকে দেখ্‌তে তো নেহাৎ মন্দ নয় মোজ্-

বেই বা না কেন? লিখ্‌চে "দেখিলাম—দেখিয়া মজিলাম—মজিয়া জ্বলিলাম—জ্বলিয়া মরিলাম না কেন"—বালাই মরবে কেন? লিখে জবাব দেওয়া তো আমার কর্ম্ম নয়, মুখে জবাব দেওয়া যাক্। আমার পেটে যত রসিকতা আছে এই বার সব টেনে-টুনে বের কত্তে হবে। আমার চেয়ে মেয়েটার বিদ্যে থাক্‌তে পারে কিন্তু রসিকতায় আমার সঙ্গে আর পার্‌তে হয় না—পেট্‌ থেকে পড়েই বিদ্যে সুন্দর পড়্‌তে আরম্ভ করেছি। (প্রকাশ্যে প্রসন্নের প্রতি) দ্যাখ প্রসন্ন, তোমার দিদিঠাক্‌রুণকে বোলো,—যে অবধি আমি তাঁর সেই পদ্মপলাশ-লোচনবৎ চক্ষুযুগল, তাঁর সেই শুক চঞ্চুবৎ ঠোঁট্‌ যুগল, তাঁর সেই অজাতলম্বা হাত যুগল এবং তাঁর সেই গজেন্দ্র-গমনবৎ শ্রীচরকমলেষু দর্শন করেছি সেই অবধি:আমিও মোজেছি।—মোজেওচি বটে—মরেছিও বটে। দ্যাখ প্রসন্ন, তোমার দিব্যি, সেই অবধি আমার আর আহার নিদ্রে নেই। সদা সর্ব্বদা অষ্ট প্রহরই আমার দিদিঠাকুরুণের ধ্যানেতেই মগ্ন আছি। আবার তাতে এখন বসন্তকাল। বসন্ত কালের যে কি বিরহ-যন্ত্রণা তা তো তুমি জানো প্রসন্ন। যখন কোকিল কুহু-কুহু ক'রে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তখন গুম্‌ গুম্‌ শব্দে আমার প্রাণে যেন কে কিল মারতে থাকে,—যখন চাঁদের জোচ্ছনা ফোটে, তখন এমনি গরম হয়ে ওঠে যে শরীরটা একেবারে শীককাবাব হয়ে যায়—গা-ময় মস্ত মস্ত সব ফোস্কা পড়ে—দ্যাখ প্রসন্ন এখনও তার

দাগ মিলোয় নি (বসন্তের দাগ প্রদর্শন) আর যখন আমি বিছানায় শুই, তখন যে শুয্যি-কণ্টকটা উপস্থিত হয় তা আর কি বলব—এক বার এ পাশ, এক বার ও পাশ—ক্রমাগত ছট্‌ফট্‌ কত্তে হয়। কে বলে বিছানা বিছা না। অন্যের পক্ষে যাই হোক্‌, আমার পক্ষে প্রসন্ন সে বিছাই বটে। কট্‌ কট্‌ কোরে ভয়ানক কাম্‌ড়াতে থাকে। এই সব যন্ত্রণার কথা তোমার দিদিঠাকরুণের কাছে সব নিবেদন কোরো প্রসন্ন। আর যদি কোন রকমে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় তবে তো আর কথাই নেই। তোমার দিদিঠাকরুণকে বোলো আমি তাঁর জন্যে তৃষিত চাতকিনীর ন্যায় উপেক্ষা কচ্চি।

প্রস। তা বল্‌ব। (প্রসন্নের প্রস্থান)

অলীক। (স্বগত) সত্য সিন্ধু বাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে যে আপত্তির কথা বল্‌ছিলেন, প্রসন্নের কথার ভাবে এতক্ষণে তা বুঝ্‌তে পাল্লেম। এই বার খুব সাবধান হয়ে কথা কইতে হবে। কিন্তু—আমার কেমন একটা বদ্‌ অভ্যাস হয়ে গেছে যে মিথ্যা কথা-গুল যেন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

(অলীকের প্রস্থান এবং প্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হেমা। কি লো, সেই চিঠিটা কি তাঁকে দিয়েচিস্‌?

প্রস। দিয়েছি বৈকি দিদিঠাকরুণ।

হেমা। তিনি কি তার কোন উত্তর দিয়েছেন?

প্রস। দিদিঠাকরুণ, বরটী বেশ—না হ'লে কি তোমার মনে ধরে—কেমন বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা। ভাল মানুসের ছেলেটী বড় সুবোধ শান্ত—আমাকে একবারও তুইতাকারি কোল্লেনা গা—আমাকে বাছা বোলে, পেসন্ন বোলে কত কথাই কইলে, একবারও আমাকে পিস্‌নি বোলে ডাকেনি দিদিঠাকরুণ।

হেমা। তিনি কি বল্লেন তাই বল্‌না।

প্রস। আমি কি সে সব বুঝ্‌তে পেরেছি দিদিঠাকরুণ—তিনি কত ন্যাকা পড়ার কথা কইলেন—কোকিলের কথা কইলেন—চন্দর সূর্য্যির কথা কইলেন—আর কত কি কথা কইলেন। কিন্তু একবারও আমাকে পিস্‌নি বোলে ডাকেন নি।

হেমা। আ মর্! পিস্‌নি বলেন নি এই আহ্লাদেই উনি গেলেন আর কি—আমার কথা কি বোল্লেন তা বোল্‌বে না—আপনার কথাই পাঁচ কাহন।

প্রস। দিদিঠাকরুণ তোমার কথাই তো কইলেন।—আহা ভাল মানুসের ছেলে কত দুক্কু কোত্তে নাগ্‌লোগা—বোল্লে, গরমে তার গায়ে ফোস্কা পড়েচে—আবার বিছানার মধ্যে একটা বিছে ছিল, তেনাকে কট্ কট্ কোরে কাম্‌ড়ে দিয়েচে—তার জন্যে তেনার রাত্তে ঘুম হয় নি—এই বস

দুঃখের কথা তোমার কাছে দিদিঠাকরুণ জানাতে বোল্লেন। আরও বল্লেন, তোমাকে তেনার বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

হেমা। (আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া) কি বল্লি পিস্‌নি, আমাকে তাঁর দেখ্‌তে ইচ্ছে করে?—আমার জন্যে তাঁর কষ্ট হয়? হা!—(দীর্ঘনিশ্বাস) আমি এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্‌ব। নদী যখন সাগর উদ্দেশে যায় তখন কে তাকে রোধ কর্‌তে পারে? দ্যাখ্ পিস্‌নি, আজ তটিনী সাগর উদ্দেশে চোল্লো—কল্ কল্ নিনাদে চোল্লো—দেখ্‌ব কে তার গতি রোধ করে?—পিস্‌নি তুই তাঁকে খবর দে—আমি তাঁর সঙ্গে আজ দ্যাখা কোর্‌বোই কোর্‌বো। আমাকে দ্যাখ্‌বার জন্যে না জানি তিনি কত অধীর হয়েছেন।

প্রস। তা যাবে এখন দিদিঠাকরুণ—আগে একটু তেল দিয়ে মুখ-খানি পোঁচো—দাঁতে একটু মিশি দ্যাও, একটী সিঁদুরের টীপ্ পর—একটী পান খেয়ে ঠোঁট্ টুক্‌টুকে কর—পায়ে একটু আল্‌তা দাও—একখানি রাঙ্গা পেড়ে সাড়ি পর—বেশ কোরে পেটে-পাড়িয়ে চুল বাঁধো—আহা দিদি-ঠাকরুণ, বয়স-কালে আমি কত কোরেছি—মিন্‌সে আমায় কত আদর কোত্তো—সে সব কথা এখন মনে কল্লে বুকটা ফেটে-যায়।

হেমা। (ঈষৎ হাসিয়া) ওমা কি হবে, ঐ রূপ নিয়ে তুই আবার সাজ্ গোজ্ কোত্তিস্?—তা ওসব যে সেকেলে ধরণ।

আশ্চর্য্যি!—ওরকম সাজ-গোজে আবার তখনকার পুরুষ-গুল ভূল্‌তো!—তোদের কালে পিস্‌নি লোক-গুলো রূপে ভুল্‌তো—এখনকার কালে তারা ভাবে ভোলে। প্রেম যে কি পদার্থ তা তখন-কার লোকে কি কোরে জান্‌বে বল্‌দিকি—তখন তো আর নভেলের সৃষ্টি হয় নি। এখন কি রকম সাজ-গোজ কোত্তে হয় শুন্‌বি পিস্‌নি?—এই শোন্‌—চুল গুলো এলো কোরে রাখ্‌তে হয়—মুখে একটু দুঃখের ভাব আন্‌তে হয়—কখন বা আকাশ পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে, বুকে হাত দিয়ে ব্যাড়াতে হয়—কখন বা চোখ্‌ মাটির দিকে কোরে গালে হাত দিয়ে বোসে থাকতে হয়—মধ্যে মধ্যে খুব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে হয়—দ্যাখ্‌, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত গয়না পর্‌লে যত না হয়, এক এক দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তার চেয়ে বেশি কাজ হয়—এই রকম ভাব দেখ্‌লে নভেল-পড়া পুরুষ-গুলো একেবারে ভুলে যায়। তাদের বেশি দ্যাখা দেওয়াও ভাল নয়—একবার দ্যাখা দিয়েই সোরে পড়্‌তে হয়। তার পর তারা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে, চোখের জল ফেলে, বুক্‌ চাপ্‌ড়ে মরুক্‌ গে। এই দ্যাখ্‌, যারা মাছ ধরে তারা যেমন মাছদের মুখে বর্শি লাগিয়েও শীঘ্‌গির তোলে না—অনেক ক্ষণ খেলিয়ে খেলিয়ে আধ্‌মারা কোরে তবে তোলে, সেই রকম পুরুষদেরও খেলিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। তার পর, যখন তারা নিতান্ত নিরাশ হয়ে গলায় দড়ি দিতে যাবে কিম্বা বুকে ছুরি বসাতে যাবে কিম্বা এক আধ ঘা বসিয়েছে বা—

তখন হঠাৎ পিছনু থেকে গিয়ে "নাথ! কি কর" বোলে বারণ কত্তে হবে।

প্রস। তোমার কথা দিদিঠাকরুণ বুঝ্‌তে নারি।

হেমা। তুই যে নভেল পড়িস নি, তাই বুঝ্‌তে পাচ্চিস্‌ নে। যা এখন শীঘ্‌গির অলীক বাবুকে খবর দিয়ে আয়।

(প্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান ও অলীকের প্রবেশ।)

অলীক। (স্বগত) প্রসন্ন বোল্লে, যে তার দিদিঠাক-রুণ আমার সঙ্গে আজ দ্যাখা করতে আস্‌বে। আর একটু আগে যদি খবর পেতুম, তা হ'লে আরও ভাল কোরে সাজ গোজ কত্তে পাত্তুম।—তা—যা করেছি তাতেই কিস্তি মাৎ হবে—প্রায় বছর দশেক হোলো একজন বন্ধু লোকের কাছে এই জরির পোষাক ও টুপি ধার কোরে এনেছিলেম—তা সে বোধ হয় এত দিনে তামাদি হয়ে গেছে।—দোষের মধ্যে পোষাকটা আমার গায়ে বড় ঢিলে হয়—আর একটু পোকাতেও কেটেছে—তা হোক্‌ গে—এখনও তো ঝক্‌ ঝকে আছে। আর বেশি সাজ গোজেইবা দরকার কি—যে চেহারা তাতেই মেরে রেখেছি বাবা!—(পকেট হইতে একটা ছোট আর্শি বাহির করিয়া নানা ভঙ্গী সহকারে মুখ দর্শন) বাঃ! কি চেহারা—(আয়না পকেটে রাখিয়া) এখন যে, সে এলে হয়—মল ঝম্‌ ঝম্‌ কোরে,

নাকে নথ্ ঢুলিয়ে, ঘোম্‌টার ভিতর থেকে যখন নয়ান বাণ মার্‌তে মার্‌তে গজেন্দ্র-গমনে আস্‌বে—তখন দেখ্‌ছি একেবারে খুন খারাপি হবে।

হেমাঙ্গিনীর ও প্রসন্নের প্রবেশ।

হেমা। (আলুলায়িত কেশে, মলিন বেশে, ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করত বুকে হাত দিয়া ম্লান ভাবে অবস্থান)

অলীক। এস এস—প্রেয়সী এস!—

হেমা। (ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া অবলোকন করত স্বগত) একি!—ঘোম্‌টা নেই—চুল এলো—আকাশ-পানে তাকিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ কোরে সাপের মতন নিঃশ্বাস ফেল্‌চে—ব্যাপারটা কি? (প্রকাশ্যে) প্রেয়সি!—হৃদয়-বল্লভ!—বিধুমুখি—গজেন্দ্রগমনি!—এ দাস কি অপরাধ করেছে?—তোমা বই তো আমি আর কাউকে জানিনে—তুমি আমার হৃদয়-চকোরের পদ্মিনী—তুমি আমার নয়ান বাণের মণি—তুমি আমার "বিনোদিয়া বিনোদিনী"—তুমি আমার "বেণী"—তুমি আমার "সাপিনী"—তুমি আমার "তাপিনী"—তুমি আমার—

হেমা।—(ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস) (স্বগত) এতেই বোধ হয় কার্য্য শেষ হবে। বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি আমার এই

হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস গুলি ওঁর মর্মের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ ক'চ্চে।

অলীক।—(স্বগত) ঘোম্‌টা নেই—মেয়েটা বেহদ্দ বেহায়া দেখ্‌চি—কিন্তু কথা কয় না কেন?—বোবা নাকি?—কি আপদ্‌!—সত্য সিন্ধুর টাকা-কটা হাতিয়েই ডাইভোর্স্‌ কত্তে হবে। যত দিন বিয়ে না হয় তত দিন মন যুগিয়ে চলা যাক্‌। মান করেছে নাকি?—দ্যাখাই যাক্‌ না।

কেন মলিন মলিন হেরি বিধুবদনী।
কথা ক-না লো, প্রাণে বাঁচা লো,
নইলে গলায় বাঁধিয়া দড়ি মরিব এখনি।
কেন এত মান, কে করেছে অপমান,
বুঝি ভগবান প্রেমে লিখেছে শনি।
প্রেমের তুফান্‌, বাঁচে নাকো প্রাণ,
এখন ভরষা কেবল ঐ চরণ-তরণী।

(পদতলে জানু পাতিয়া উপবেশন)

হেমা। আজ আমি তোমাকে জগৎসমীপে বলিব—কে নিবারণ করিবে—স্বামিন্‌—প্রভো—প্রাণেশ্বর—

প্রস। পালাও পালাও কর্ত্তাবাবু আস্‌চেন।

হেমা।——(স্বগত) বাবা আস্‌চেন না কি?—তাঁর যেমন খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নেই, আমাদের এই মধুর প্রথম প্রেমালাপে কি না তিনি ভঙ্গ দিতে এলেন—

৫

অলীক। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ) কৈ!—কেউ কোথাও তো নেই—প্রেয়সী—তুমি বোলে যাও—কিছু ভয় নেই—হায় হায়। (স্বগত) মেয়েটা দেখ্‌ছি আমার প্রেমে একেবারে মোজে গ্যাছে—"স্বামী প্রভু প্রাণেশ্বর"—আরও না জানি কত কি বোল্‌বে।

হেমা। কণ্ঠরত্ন! হৃদয়েশ্বর——

প্রস। এই বার সত্যি কত্তা-বাবু আস্‌চেন।

হেমা। মোলো যা, কথা-গুল শেষ কত্তেও দিলে না। (পলায়নোদ্যত)

অলীক। প্রেয়সি—ওর কথা সব মিথ্যে, কেউ কোথাও নেই—আমার মাথা খাও পালিও না—(হঠাৎ পা ধরিয়া) তোমার পায়ে পড়ি যেওনা (হেমাঙ্গিনীর পতন ও পুনর্ব্বার উঠিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন)

অলীক। (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত) প্রেয়সি যেওনা যেওনা, তা হ'লে আমি বিরহ-যন্ত্রণায় একেবারে মারা যাব।

(হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)

(সত্যসিন্ধুর প্রবেশ।)

সত্য। (একটা কাগজ হস্তে) আমার কাছে দেখ্‌ছি এখন বেশি টাকা নেই। ভাল কথা—বাপু অলীক-প্রকাশ, তুমি আমার একটা উপকার কর্ত্তে পার?

অলীক। কি বলুন না মশায়—আপনার উপকার আমি করব না?

সত্য।—এমন কিছু না—হাজার টাকা আমার প্রয়োজন হয়েছে—এখন আমার হাতে অত টাকা নেই—যদি তুমি বাপু—

অলীক। (মুস্কিলে পড়িয়া চিন্তা) অ্যাঁ—অ্যাঁ (স্বগত) হাজার পয়সা নেই তো হাজার টাকা (প্রকাশ্যে) এখন তো আমার কাছে মশায় অত টাকা নগদ নেই।

সত্য। বাঃ সেকি বাপু? সে টাকা-গুল কোথায় গেল?

অলীক। কোন্ টাকা?

সত্য। কেন, বাড়ি বিক্রী করে যে টাকাটা পেয়েছ।

অলীক (আশ্চর্য্য হ'য়ে) আমার বাড়ি? (পরে সাম্‌লে নিয়ে) ও!- হাঁ হাঁ সত্যি—তবে আসল বৃত্তান্তটা শুন্‌বেন? এই মাত্র আমি—

সত্য। কি! এত টাকা এর মধ্যেই খরচ করে ফেলেছ?

অলীক। না-না—হাঁ - এক রকম খরচেই বটে।—তবে সত্যি কথা বল্‌ব?—আপনার কাছে লুকিয়ে আর কি হবে? (মৃদু স্বরে) আমার কিছু ধার ছিল, তাই ঐ টাকাটা দিয়ে শুধেচি। মশায় সংসারে থাকৃতে গেলে কিছু না কিছু ধার কত্তেই হয়। আবার হয়েছে কি মশায়, চুনিলাল নামে যে খোট্টার কাছে আমি বাড়ি বিক্রী করেছিলেম—তার কাছে—

সত্য। এই একটু আগে যে তুমি আমাকে বলেছিলে তার নাম নাটু ভাই।

অলীক। কি?—হ্যাঁ তাই তো। তাঁর নাম চুনিলাল নাটু ভাই।

গদা। (অন্তরাল হইতে) সাবাস! বেশ যুগিয়ে বলেচো বাবা! (প্রসন্নের প্রতি) স্থাখ্ পিস্‌নি - নীচের একটা ঘর ভাড়া ক'রে এক জন বহুরূপী আছে--তার সঙ্গে আমারও বেশ আলাপ আছে—তুই এখানে থাক্, আমি চল্লেম—যদি মিথ্যে কথাটা ধরা পড়বার মতন হয় তা হ'লে চট্ করে আমাকে খবর দিস্—আমি নাটু ভাই সেজে আস্‌ব। (প্রস্থান)

অলীক। আগে সে এক জন মস্ত দালাল ছিল—এখন এখানে বড়বাজারে একটা জুয়া খেলবার আড্‌ডা করেছে। তা মশায়—এই ভদ্র লোকটীর কাছে থেকে আমি পূর্ব্বে টাকা ধার করেছিলেম। তা মশায়, সে যখন আমার কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নিলে তখন ঐ বাড়ির দামের টাকাতে আমার ধারের টাকা শোধ্ বোধ্ হয়ে গেল।

সত্য। ভাল বাপু--কত তার ধার্‌তে?

অলীক। এক লাখ টাকা।

সত্য। তুমি যে বাপু দেড় লাট টাকার তোমার বাড়ি বিক্রি করেছিলে, তা হলে এখনও তো তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা তার কাছ থেকে পাবে।

অলীক।—হাঁ—আমিও—আমিও—আমিও তো তাই বল্‌তে যাচ্ছিলেম—কিন্তু—কিন্তু—

প্রস।—এই ব্যালা আমার মিন্‌সেকে খবর দিগে। (প্রস্থান)

সত্য।—বাপু তোমার এই বাড়ির গল্পটী সর্ব্বৈব মিথ্যা বোধ হচ্চে। আমার বেশ প্রত্যয় হয়েছে যে নাটু ভাই—না কি ভাই যে তোমার বাড়ি কিনেচে বল্‌চ, সে লোকটী তোমার কল্পনা বই আর কিছুই নয়।

অলীক। সেকি মশায়!—তা কি কখন হতে পারে?—আপনি বলেন কি?—আমার কল্পনা?—তা কি ক'রে হবে?—আপনি পৃণিধান কোরে বিবেচনা ক'রে দেখুন না—আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌বার লোক? আপনি কি শেষ এই ঠাওরালেন? আপনার মতন লোকের এ বিবেচনাটা কি ভাল হল?

প্রস। (অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া) নাটু ভাই না কি এক জন লোক দেখা কর্‌তে এসেছে।

(একজন বুড় চসমা নাকে হিন্দুস্থানী দালালের বেশে গদাধরের প্রবেশ)

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া) এ কি?

সত্য। (অবাক্‌ হইয়া) আঁ্যা?—একি?

গদা। (অলীকের প্রতি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে) মসা হামাকে মাপ করতে হোবে—হপনাকে হামি একটু দেক্‌ করতে আসিছি—হমার দস্তর আছে কি যে "আগাড়ি কাম

—পিছে সেলাম”—হমি মশায় গোলাম হাজির আছে—একটু উঠ্‌তে আজ্ঞে হোয়—সত্যসিন্ধুর প্রতি) অলীক বাবুর সাথ্ হমারকুছ্ বাত্ চিত্ আছে মশা।

সত্য। কোন গোপনীয় কথা আছে নাকি? আমি তবে যাই

গদা। না না মশাই হাপনি যাবে কেন?—বইস না—বইস না।

অলীক। এ ব্যাটা কে রে?

গদা। (কথা টেনে টেনে) ভালা—অলীকচন্দ্র বাবু উ-উ——হম জান্‌নে কো আয়া-য়া-য়া—তোম্ ও বাড়িকো বাৎ শেষ কর্‌কে গা কি নেই?

অলীক। (অশ্চর্য্য হইয়া) আমার বাড়ি?

গদা। হাঁ বাবু, যো বাড়ি তোম্ হমার কাছে বিক্রি করিয়েছে ঐ বাড়ির কথা হামি বলছে—এখন ঐ বাড়ি হমাকে দখল দেলাতে হোবে—এখন বুছিয়েছে কিনা মশা?—জল্‌দি কাম শেষ করিয়ে ফেলো মশা—হমার দস্তর আছে কি — “আগাড়ি কাম—পিছে সেলাম।”

অলীক। সেই জন্য আপনি বুঝি—ইয়ে কত্তে—ইয়ে হয়েছে—সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায় এর কিছু মানে বুঝেচেন? —ব্যাপার টা কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারচ্চিনে—আশ্চয্যি!

সত্য। বিলক্ষণ! আশ্চয্যটা কিসের?—তুমি তোমার বাড়ি এঁকে বিক্রি করেছ, তাতে আবার আশ্চয্য কি?

অলীক। (স্মরণ হওয়াতে) না—এতে আর আশ্চর্য্য কি ? (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি না কি ? আমি তো কিছুই এর ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। যা হোক্ দেখা যাক্ কত দূর যায়। (প্রকাশ্যে) আমি বল্‌ছিলেম কি যে, এত অল্প দামে—

গদা। বলো কি মশা—সওদা ঠিক হয়ে গেইছে—আর কি ফের্ ফার্ হৈতে পারে ? টাকা হমার পাস নগদ আছে—যখনি চাবে তখনি হমি দিতে পারে—

অলীক। (স্বগত) এর মানে কি ? বোধ হচ্চে সব দনবাজি ! রোস্ ওর ফাঁদেই ওকে ধর্‌চি—(প্রকাশ্যে) আচ্ছা জি তুমি যে বল্‌চ নগদ টাকা সঙ্গে এনেছ—আচ্ছা টাকাটা দিয়ে ফ্যাল দিকি।

গদা। অলবৎ মশাই (পাকেট হাতড়াইয়া পরে নস্যের ডিবে বাহির করণ) হমি তোমার কাছে যে এক লাখ টাকা পাব তার কি করিয়েছে মশা ?

অলীক। তুমি আমার কাছ থেকে এক লাখ টাকা পাবে, আমি তোমার কাছে থেকে তেমনি দেড় লাখ টাকা পাব। আচ্ছা তুমি এক লাখ টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকাটা আমাকে দেও।

গদা। তোমার উকিলের পাস্ হমি পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করিয়ে দিয়েছে, দেখোগে যাও মশা।

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া) আমার উকিলের কাছে জমা করে দিয়েছে (স্বগত) পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে যে বত্তিয়ে

অলীক। (মুস্কিলে পড়িয়া) সে যে যার মেসে গাছ মশায়!

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) হাঃ সাবাস!

সত্য। ও! বটে!

অলীক।—আমি সেখানে প্রায় হপ্তার মধ্যে দুই তিন বার করে যাই। জগদীশ বাবু খুব দাবা খেল্‌তে পারেন। তাঁর মতন খ্যালোয়াড় আর কল্‌কাতার সহরে দুটী নেই। সেদিন তাঁর সঙ্গে এক বাজি খেলা গ্যাল—তা তাঁর আর বেশি খেল্‌তে হল না—এক চালেই মাৎ।

সত্য। কিন্তু বাপু—আজ তো জগদীশ বাবু বাগানে যান নি। কেন না ঐ যে তোমার বন্ধু—নাটু ভাই না ফাটু ভাই—কি ভাল তার নাম—যে তোমার কাছে এই মাত্র এসেছিল—সে যে বলছিল তাঁকে কলকাতায় আজ সকালে দেখেছে। এস বাপু তবে তাঁর ওখানে এখনি যাওয়া যাক। আমার এক জায়গায় একটা নেমন্তন্ন আছে—আবার সেই খানে এখনি যেতে হবে—এই ব্যালা চল বাপু।

অলীক। আজ কেমন করে হয় মশায়? আজ বর্দ্ধমানের রাজা প্রভৃতি আমারও কতকগুলি বন্ধু মানুষ এখানে খেতে আস্‌বেন—আপনাকেও বল্‌ব মনে কর্‌ছিলেম—

সত্য। বর্দ্ধমানের রাজা?—আমি আজ পারিনে বাপু—আর এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ আছে—

অলীক। এ সমস্ত আয়োজনটা কি তবে বৃথা নষ্ট হবে?

এত উদ্যুগ করা গিয়েছিল।—পোলাও-কালিয়ে-কোপ্তা ক্ষীর-দই-পায়েস সব নষ্ট হল দেখ্‌চি।

গদা। (অন্তরাল হইতে) এটাও তো দেখ্‌ছি সব মিথ্যে—আমাদের বাবুর বাড়ি থেকে কালিয়ে পোলাও তৈরি করিয়ে এনে গুচিয়ে রাখা ভাল—কি জানি যদি দরকার হয়। আর আমাদের বাবুর বাড়িও তো এবাড়ির একেবারে লাগাও।

সত্য। এখন সবে চারটে বৈতো নয়, সাতটার আগে তো তোমাদের আর খাওয়া হবে না। আমার ছটার সময় নিমন্ত্রণ খেতে যেতে হবে—এর মধ্যে তো অনেক সময় আছে—চল এখনই জগদীশবাবুর ওখানে যাওয়া যাক্—সেখানে আজ যেতেই হবে।—কেন বাপু—চুপ করে রইলে যে?

অলীক। (স্বগত) মোলো যা! আমাকে যে ছিনে জোঁকের মতন ধরেছে—এখন যে ছাড়ান ভার! এক কালে আমার বাপের সঙ্গে জগদীশ বাবুর আলাপ ছিল তো শুনেচি—তাঁর সঙ্গে আমার তো চাক্ষুষ কখন আলাপ হয় নি, এখন করি কি?

সত্য। বাপু তোমার হল কি? তোমাকে এত ভাবিত দেখ্‌ছি কেন? একটু খানির জন্য বাড়ি থেকে বেরোবে, তাতেও তোমার আলস্য?

অলীক। আলিস্যি কি মশায়?—আপনার কাছে

দেখচি তবে প্রকৃত কথাটা না বোল্লে চোল্লো না। আজ্‌কের আমি বাড়ি থেকে নড়্‌তে পার্‌চিনে মশায়—আপনাকে তবে আসল কথাটা বলি—এক জন ব'লে গেছে যে আজ আমার বাড়িতে এসে আমাকে মার্‌বে, আমি যদি এখন চলে যাই মশায়, তা হলে সে মনে কর্‌বে আমি ভারি ভিতু তাই পালিয়ে গিছি। সেটী মশায় আমি প্রাণ থাক্‌তে পার্‌ব না। আমি আর সব সহ্য কত্তে পারি কিন্তু লোকে যে আমাকে কাপুরুষ বল্‌বে তা আমার কখন সহ্য হবে না।

সত্য। মারামারি!

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) ইনি দেখ্‌চি একজন বীর-পুরুষ। ইনিই তবে আমার কুমার জগৎসিংহ।

সত্য। তোমার এমন বিপদ উপস্থিত—তোমাকে বাপু আমি এখন একলা ফেলে যেতে পারি নে।

অলীক। আপনি বুড় মানুষ, আপনি থাক্‌লে কি সাহায্য হবে? আপনার এখানে থেকে কাজ নেই, [illegible] লেগে টেগে যাবে।

সত্য। ঝগড়াটা কি জন্য হয়েছিল, আমার জান্‌তে হবে বাপু।—ঝগড়ার কথাটা জান্‌তে না পেলে কখনই তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না।

অলীক। (স্বগত) এযে বড় ভয়ানক লোক দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) আপনার এখুনি যে কোথায় নিমন্ত্রণে যাবার কথা ছিল—তার তো সময় হয়েছে—

সত্য। কি বল বাপু, তোমার জীবন নিয়ে টানাটানি, আমি কি না স্বচ্ছন্দে নেমন্তন্ন খেতে যাব? আচ্ছা সত্যি করে বল দিকি বাপু অলীক-প্রকাশ, আসল ব্যাপার টা কি হয়েছিল?

অলীক। এমন কিছু না—যা সচরাচর হয়ে থাকে—একটা দাঙ্গা—

সত্য। দাঙ্গা?—কেমন করে ঝগ্‌ড়াটা হল বাপু?

অলীক। আমি মশায় তার গায়ে হাত দিই নি।

সত্য। প্রথমে তবে গালাগালি হয়েছিল?

অলীক। আমি তাকে একটী কথাও বলি নি।

সত্য। তবে ঝগ্‌ড়াটা কি করে হল?

অলীক। শুনুন না মশায়—যে রকম যে রকম হয়েছিল আমি সব বল্‌চি। এক দিন আমার একটী বন্ধু মানুষ আমাকে ও আর কতকগুলি লোককে তাঁর বাড়িতে খেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সে দিন-টা বড় গরম হয়েছিল। তাই আমাদের সকলের মত হল যে আমরা ছাতের উপরে গিয়ে খাব। সে ছাতটার চারি দিক খোলা, পাঁচিল টাচিল নেই—বুঝ্‌লেন মশায়—তার পরে মশায়—তার পর মশায়—তা—ছাতের উপরেই তো পাত্‌-টাত্‌ সাজান হোলো। তা, আমার সেই ফ্রেণ্ডের স্ত্রী পরিবেশন কচ্ছিলেন—তিনি আমাদের সাক্ষাতে বেরোতে লজ্জা করেন না—কেন না, তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার নাকি হরিহর-আত্মা—বুঝ্‌লেন মশায়—

তাই তাঁর চুলের আমি প্রশংসা কচ্ছিলেম। তা তিনি সেই প্রশংসাতে মত্ত হয়ে গরম ঘি আমার পাতে না দিয়ে আমার গায়ের উপর ঢেলে দিয়েছেন—ঐ যেমন ঢেলে দেওয়া—আমিও মাগো করে চীৎকার করে উঠে পাশে এক ঠ্যালা মেরেচি—আমার ঠিক্ পাশে ছাতের কিনারায় একজন খেতে বসেছিলেন—তিনি সেই ঠ্যালা খেয়ে একেবারে ছাতের উপর থেকে নীচে——

সত্য। (আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া) লোকটা মারা গ্যাল না কি?

অলীক। না মশায় বেঁচে গিয়েছে।

সত্য। রাম! বাঁচলেম। তা ছাদের উপর থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাংলোনা?

অলীক। সেদিন সে বড় বাঁচান্ বেঁচে গিয়েছিল মশায়। ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছেন। ভাগ্যিস্ সেই সময় নীচে রাস্তা দিয়ে এক জন চীনে-ম্যান যাচ্ছিলো—পড়্বি তো পড়্ ঠিক্ তার কাঁদের উপর গিয়ে পোলো। সেতো কাঁদের উপর চোড়ে বেঁচে গেল—কিন্তু আমি শেষ কালে মশায় বিপদে পড়্লেম।

সত্য। একি ব্যাপার?—তুমি কি করে বিপদে পড়্লে?

অলীক। চীনে-ম্যানটা আমাকে বল্তে লাগ্লো কি যে তুই আমাকে অপমান কর্বার জন্য ঐ লোকটাকে আমার ঘাড়ের উপর ফেলে দিইচিস্। আমি আপোষ

কর্‌বার জন্য ঢের চেষ্টা কল্লেম। কিন্তু কিছুতেই সে শুন্‌লে না। আমি তাকে বল্লেম, আচ্ছা তুই বরং এর প্রতিশোধ নে—আমি তাতে রাজি আছি। আমি নীচে রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি, তুই নয় ঐ ছাতের উপর থেকে লাফিয়ে আমার ঘাড়ের উপর পড়্—আচ্ছা সে ব্যক্তি এক তালা থেকে পড়েছে—তুই নয় দোতালার থেকে—নয় তেতালার থেকেই পড়্—আর কি চাস্? কিছুতেই সে ব্যাটা তাতে রাজি হল না। তার পরে সে আমার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা কল্লে—আমি ঠিকানাটা বল্লেম। সে ব্যাটা মশায় আমাকে বল্লে কি—যে, তুই আমাকে রাস্তায় অপমান করিচিস্—আমি তোকে তোর বাড়িতে গিয়ে অপমান করব। একবার আস্পদ্দার কথাটা শুনেচেন মশায়? আমার বাড়িতে এসে আমাকে অপমান করবে? ব্যাটার সাহস দেখুন্ না—বাড়িতে এলেই এমনি ঠুকে দেব যে বাছা-ধন টের পাবেন। এখনি তার আস্‌বার কথা আছে মশায়।

প্রস। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এ কথাটা তো সত্যি বলে বোধ হচ্চে না। রোস্ আমার মিন্‌সেকে বলিগে যাই।

সত্য। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে স্বগত) উঁহু—উঁহু—এ গল্পটা বড় আজ্‌গুবি রকম বোধ হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) না বাপু তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত হচ্চে না—যাতে আপোস্ হয় তার চেষ্টা কত্তে হবে।

অলীক। (স্বগত) আরে মোলো। আমি মনে করে-

ছিলেম, বুড় মানুষ দাঙ্গার কথা শুন্‌লেই বুঝি পালাবে—এ দেখ্‌চি ভয়ানক লোক। এর হাত থেকে এখন কি করে' অ্যাড়ানো যায়? (প্রকাশ্যে) আপনার থাক্‌বার আর দরকার নেই। সে ব্যাটার সাহস এতক্ষণে বোধ হয় কোন্ দিকে উড়ে গ্যাছে।

সত্য। (স্বগত) তবে এই গল্পটা বোধ হচ্চে সর্ব্বৈব মিথ্যা।

(চীনে-ম্যানের বেশে সজ্জিত গদাধরকে লইয়া প্রসন্নের প্রবেশ)

প্রস। এক জন চীনের সাহেব।

সত্য। (স্বগত) কি! এসব তবে সত্যি না কি?

অলীক। (স্বগত) একি! আমি যেটা মনে মনে মৎলব্ কচ্চি সেইটা দেখ্‌চি সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্চে! না জানি আমার কি একটা আশ্চয্যি ক্ষ্যামতা জন্মেছে। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে—

গদা। (রাগের লক্ষণ মুখে প্রকাশ করিয়া অলীকের প্রতি) চুঁ চুঁ মাচু কাচু কিচি মিচি—শালা হুমি টোর গর্ডান লেবে (ছুরি হস্তে অলীকের নিকট গমন, অলীক ভয়ে পলাইতে উদ্যত ও চীৎকার) চৌকিদার—চৌকিদার—

সত্য। (উহাদের মধ্যে যাইয়া) হাঁ-হাঁ কর কি সাহেব—ওকে মেরনা—আমার কথা শোন—ওকে মাপ কর—ছেলে মানুষ একটা কাজ করে ফেলেছে, দোহাই সাহেব মাপ কর।

গদা। টুম বোল্‌টা কি বাবু—ওট্টা উচুশে হমার মাঠার

উপর পরি গেছে—ডেখ টো হম্‌রা টোপি কেয়া হুয়া (ভাঙ্গা টুপি প্রদান) এ টোপি ডেখ্‌নে সে হমার রাগ হোটা—ওবাং হমি ছুনবেনা, টোমার গোলা কাট্‌বে।

অলীক। (স্বগত) একি আশ্চর্য্য?—আমি যেটা মনে কচ্চি সেইটাই কাজে ঘ'ট্‌চে! আমি কোথায় একটা চীনেম্যানের গল্প বানিয়ে বোল্লেম—না একটা কিনা সত্যিকার টিকি-ওয়ালা বেড়াল-চোকো ইঁদুর-খেগো জল্‌জ্যান্ত চীনে-ম্যান উপস্থিত—কিন্তু আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে—আমার ছিষ্টি করবার একটা ক্ষ্যামতা জন্মালো নাকি?—কিন্তু এবারকার ছিষ্টিটা যে বড় বেয়াড়া ছিষ্টি—এব্যাটা সত্যি সত্যি যদি ছুরি বসিয়ে দেয়—না—বোধ হয় এক ব্যাটা কে এসে আমাকে দম্ দিচ্ছে।—আমার জান্‌তে হবে—রোস্ পরখ্ করে দেখা যাক্। (কোমর বেঁধে দ্বারের নিকটে গিয়া দূর হইতে প্রকাশ্যে) আয় দিকি শালা দেখি। তুই আমাকে মার দিকি দেখি তোর কেমন যুগ্যতা। ব্যাটা চালাকি কর্‌তা হ্যায়—জান্‌তা নেই আমি কে হ্যায়—আমি অলীক-প্রকাশ রায় বাহাদুর হ্যায়—এত বড় আস্পদ্দা হ্যায় যে হাম্‌কো অপমান করতা হ্যায়—রাগে সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বল্‌তা হ্যায়—কি বল্‌বো তুই হাতের কাছে নেই, না হলে ব্যাটা তোর টিকি ধোরে আচ্ছা কোরে দেখিয়ে দেতা হ্যায়—(স্বগত) ওবাবা, ব্যাটা যে ছুরি বাগিয়ে এগোয়—তেমন তেমন হলে এই দিক দিয়ে পিট্টান দেওয়া যাবে (ভয়ে কম্পমান)

হেমো। (অন্তরাল হইতে স্বগত) কি সাহস!—হাতে অস্ত্র নেই—তবু যুদ্ধে অগ্রসর হচ্চেন—ওঃ কি তেজ! ক্রোধে ওঁর সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান হচ্চে।

সত্য। (দুই জনের মধ্যে যাইয়া) অলীক-প্রকাশ, লেখা-পড়া শিখে তোমার এই ব্যবহার? ওরকম ঝগ্‌ড়াটে স্বভাব হলে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের কখনই বিয়ে দেব না (গদাধরের প্রতি) সাহেব, ও ছেলে মানুষ বোঝে না—মাপ কর দোহাই সাহেব। আচ্ছা তোমরা দুজনে থামো, আমি মিটিয়ে দিচ্চি। বল দিকি, কে কারে আগে অপমান করেছিল?

অলীক। ও আগে আমাকে অপমান করেছিল।

সত্য। তোমাকে অপমান করেছে? ওর টুপি যে রকম ভেঙ্গে গেছে দেখ্‌চি তাতে তুমি যে ওকে মেরে ফ্যাল্‌বার যো করেছিলে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অলীক। ওর কথা সত্যি না মশায়।

গদা। আলবট্ সচ্ হ্যায়।

সত্য। হাঁ একথা সত্যি বাপু—তুমি যে মেরেছ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই—দেখ দিকি ওর টুপিটা কি করে দিয়েছ। তোমার দোষ স্বীকার কর বাপু, না হলে কখন তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।

অলীক। সাক্ষীর মধ্যে তো ওর ঐ টুপিটা। আপনি যখন বল্‌চেন তখন আর কি বলি। ভাল, আমার কথাই মিথ্যা, ওর কথাই সত্যি।

সত্য। দেখ সাহেব, ও আপনার দোষ কবুল কচ্চে—আর ঝগড়াতে কাজ কি—দুজনে আপোষ করে ফ্যাল।

গদা। (হাস্য করত সত্যসিন্ধুর প্রতি) বুঢ্‌ঢা, টুম বড়া মজেকা আড্‌মি আছে—হা হা হা।—আও বাবু—(দুই জনে সেক্ হ্যাণ্ড)——

অলীক। (স্বগত) বাঁচা গেল—ঘাম দিয়ে জ্বর পালাল। এ সব কাণ্ড কি হচ্চে, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

সত্য। তবে আর কি—মিট্ মাট্ হয়ে গেল—সাহেবকে এখন কিছু খাইয়ে দ্যাও।

হেমা। (অন্তরালে স্বগত) আঃ বাঁচ্‌লেম! যুদ্ধটা হোলো না, ভালই হোলো—যদি যুদ্ধে আহত হতেন তাহলে আমি আয়েষার মতন ওঁর শিয়রে বোসে কত শুশ্রূষাই কত্তেম।

সত্য। বাপু তোমার চাকরদের ডাক—সাহেবকে কিছু খাইয়ে দিক্।

অলীক। ওরে—ওরে হরে—মোধো—হারা—ব্যাটারা গেল কোথায়? আমার সেই বন্ধুর বাড়ি সব ব্যাটাই সগাদ নিয়ে গেছে দেখ্‌চি, দু চার আনার লোভ আর সাম্‌লাতে পারে না। কিন্তু মশায় ওঁর খাওয়া তো সহজ নয়—ছুঁচো ইঁদুর সাপ ব্যাং না দিলে তো ওঁর আর তৃপ্তি হবে না।

গদা। বাঙ্গালা খানা আমি বহুট্ পসন্দ করি, আমি বাঙ্গালির সাথ দশ বরস কলকাটায় আছে—হামি বাঙ্গালির সব্ জানে।

অলীক। (স্বগত) এ ব্যাটা খেতে রাজি হল যে—তবেই তো দেখচি মুস্কিল! (সত্যসিন্ধুর প্রতি) কলায়ের ডাল আর ভাত কি সাহেবের ভাল লাগ্‌বে মশায়?

সত্য। তুমি যে বাপু পোলাও কালিয়ে হুকুম দিয়ে ছিলে, তার কি হল?

অলীক। কালিয়ে পোলাও?

সত্য। তোমার বন্ধুরা তো কেউ এল না বাপু—সেই সব খাবার সাহেবকে খাইয়ে দেওনা কেন।

অলীক।—হাঁ হাঁ—বটে বটে—এখন চাকর গুলো এলে যে হয়।

প্রস। মশায় খাবার সব ঠিক্ হয়েছে।

অলীক। (স্বগত) এ কি! কোথা থেকে এর মধ্যে সব তৈরি হল? এসব কাণ্ড ভেল্কিতে হচ্চে না কি—আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। আমি যতই মিথ্যে কথা কচ্চি, ততই কিনা সব সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্চে! যাহোক্ এখন আমা একটু ভর্‌সা হচ্চে। এর মধ্যে একটা কি আছে। একটা মিথ্যে কথাতেও তো এপর্য্যন্ত ধরা পড়্‌লেম না! এখন্ তবে অনার্গল মিথ্যে কথা কওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে গদা-ধরের প্রতি) এস সাহেব, তোমাকে কিছু খাইয়ে দি—তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি।

গদা। (স্বগত) বেশ হল—এখন বিলক্ষণ ক'রে সেবা দেওয়া যাক্‌গে—সব ফাঁড়া গুলই তো কেটেছে—এখন কেবল

একটা আছে—সত্য-সিন্ধু বাবু আমাদের বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন; দ্যাখা করতে গেলেই তো মিথ্যে কথাটা ধরা পড়্‌বে—তা—আমিই আগে থাক্‌তে কেন জগদীশ বাবু সেজে আসিনে—সেই ভাল।

হেমা। (অন্তরালে স্বগত) শত্রুকে আবার খাওয়াতে নিয়ে যাচ্চেন, এরূপ উদারতা বীর পুরুষেরই উপযুক্ত বটে। (অন্তরাল হইতে প্রস্থান)

(গদাধর, অলীক, ও সত্যসিন্ধুর প্রস্থান)

প্রস। হি হি হি হি—মাইরি এত রঙ্গও জানে। মিন্‌সের নকল দেখে এমনি হাসি পাচ্ছিল যে আর দম্ রাখ্‌তে পারিনে—এখন হেসে বাঁচি—হি হি হি হি—কিচি মিচি কোরে চীনের সাহেবের মত কত নকলই কোল্লে—মরণ আর কি—হি হি হি হি—আমার মিন্‌সেটা খুম্ নসিক যাহোক্—না হলে কি আমার মনে ধরে।—হি হি হি হি—ভ্যাল্লা যাহোক্! (প্রসন্নের প্রস্থান)

(জগদীশ বাবুর প্রবেশ।)

জগ। অলীক প্রকাশ কি এখানে আছে?

প্রস। তিনি আমাদের কর্ত্তা-বাবুর কাছে আছেন।

জগ। তোমাদের কত্তার নাম কি বাছা?

প্রস। তেনার নামটা আমার বড় মনে থাকে না বাবু—রোস মনে করি—প্যাট্‌রা—প্যাট্‌রা প্যাট্‌রা—আ মর—

জগ। (আশ্চর্য্য হইয়া) প্যাট্‌রা !—সে কি বাছা ?

প্রস। নানা—প্যাট্‌রা না—সিন্দুক—সিন্দুক—

জগ। সে কি বাছা—সিন্দুক্ কি ?

প্রস। এইবার মনে পড়েছে বাবু—আমাদের কর্ত্তা-বাবুর নাম সত্যিকের সিন্দুক—আমর্—সত্যি সিন্দুক্।

জগ। সত্যি-সিন্দুক !—সত্যসিন্ধু বুঝি—

প্রস। তাই হবে—আমি বাবু অত জানিনে। বাবু তোমার নাম কি গা ?

জগ। তা বাছা তোমার জেনে কাজ নেই।

প্রস। তোমার কি দরকার বলনা আমি—

জগ। সে তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে আমি বল্‌ব।

প্রস। এই যে কর্ত্তা-বাবু আস্‌চেন।

(সত্য-সিন্ধুর প্রবেশ)

সত্য। (দ্বারের নিকট) এ লোকটী কে প্রসন্ন ?

প্রস। বোধ হয় অলীক বাবুর সঙ্গে ওঁর কিছু কাজ আছে।

(প্রসন্নের প্রস্থান)

জগ। মহাশয়ের নাম বোধ করি সত্য-সিন্ধু বাবু ? বড় সৌভাগ্য যে মহাশয়ের সঙ্গে এখানে আলাপ হল। আপনার নাম পূর্ব্বে কর্ণে শোনা ছিল। এখন সাক্ষাৎ হয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল। মহাশয়, অখিল-প্রকাশের পুত্র অলীক-প্রকাশ কি এই বাড়িতে থাকে ?

সত্য। তাঁদের সঙ্গে কি মহাশয়ের আলাপ আছে?

জগ। পূর্ব্বে অখিলের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হত। এখন তার সঙ্গে আমার প্রায় ২০—২৫ বৎসর দেখা হয় নি। মধ্যে মধ্যে কখন সে পত্র লেখে এই মাত্র।

সত্য। মহাশয়ের নাম?

জগ। আমার নাম জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সত্য। কি! মশায়ের নাম জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়? আপনি এত কষ্ট কোরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পদার্পণ করেছেন? আজ আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার বন্ধু অখিল-প্রকাশের পুত্র অলীক-প্রকাশের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহের কথা হচ্চে—তার উপর মহাশয়ের যে রূপ অনুগ্রহ তা আমি সব শুনেছি।

জগ। অনুগ্রহ!—আমি তো মশায় অলীকপ্রকাশকে চক্ষেও দেখিনি। তবে তার বাপের একটা কর্ম্ম করে দিয়েছি বটে—অখিল এখন মুরসিদাবাদে সেরেস্তাদারি কাজ করে।

সত্য। সেরেস্তাদারি কাজ!—তিনি যে এক জন মস্ত জমিদার। তার পুত্রের সঙ্গে মশায়ের তবে কি আলাপ নাই?

জগ। কাল আমি তাঁর বাপের কাছ থেকে এক খানি পত্র পেয়েছি। কিন্তু সেই পত্রের মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। শুনলেম না কি, অখিলের পুত্র অলীক-প্রকাশ এই বাড়িতে থাকে, তাই সেই বিষয়টা জান্‌তে এলেম।

অলীকের সঙ্গে আমার কখন চাক্ষুষ্ হয় নি। এই পত্রটা পড়ে দেখুন দিকি। এর মর্ম্ম তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। (সত্য-সিন্ধুকে পত্র প্রদান)

সত্য। সে কি মশায়! (পত্র পাঠ)

পত্র।

দীন-প্রতিপালক-বরষু

অসংখ্যপ্রণামা বহবো নিবেদনঞ্চ বিশেষ

হজুরালীর শ্রীচরণ-সরোজের কৃপায় এই দীন হীন অভাজন সেরেস্তাদারি কর্ম্ম প্রাপ্তে কোন প্রকারে সপরিবারে বজায় আছে। আমার পুত্রটী বেকার অবস্থায় থাকা বিধায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে বার বার লিখি—অদ্য পুত্রের পত্রে অবগত হইলাম যে সে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিবা মাত্রই তাহার পরে নাকি মহাশয়ের আত্যান্তিক স্নেহ পড়িয়াছে—এমন কি যাহা অস্মদাদির ন্যায় অন্তজ মনিষ্যের স্বপ্নেরও অগোচর, মহাশয় নাকি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানি পদটী তাকে দিবেন বলিয়া স্বীকার পাইয়াছেন—এই সমাচারে অধিন যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছে তাহা ভগবানই জানেন। অলীক-প্রকাশ যেরূপ সুবোধ সুশীল সত্যবাদী তাহাতে দেখিবা মাত্রই যে তাহাকে মহাশয়ের পছন্দ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি। কেন না, শাস্ত্রে বলে

জহরী না হইলে কি কখন জহর চিনিতে পারে। আর যদ্যপিস্যাৎ তাহার কোন গুণই না থাকে তথাপি মহাশয় নিজগুণে সকলই করিতে পারেন। মহাশয়ের অসাধ্য কি আছে—একবার এই দীনজনের উপর কৃপা কটাক্ষ-পাত হইলে সকলই সম্ভাব। এ অধীনদিগের আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? মহাশয়ই আমাদের সকল ভরষা—মহাশয় আমাদের জজ্—মহাশয়ই আমাদের মেজেষ্টর—মহাশয়ই আমাদের কুইন্-ভেকৃটরিয়া। আর অধিক কি লিখিব ইতি।

পদ-রজ-প্রেত্যাশিত

শ্রীঅখিল প্রকাশ দাসস্য

মশায় তবে অলীক প্রকাশকে বাঙ্গলা-ব্যাঙ্কের দেওয়া নি পদ দেবেন বোলে স্বীকার পেয়েছেন?

জগ। মশায় বলেন কি! আমার সঙ্গে তার মোটেই দ্যাখাশুনো নেই, আমি তাকে কর্ম্ম কি কোরে দেব?

সত্য। সে কি মশায়! অলীক-প্রকাশ কি মহাশয়ের বাটীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করে না?

জগ। কৈ! না মশায়।

সত্য। মশায়ের বসত্ বাটীর কথা বল্‌চিনে—বাগান বাটীর কথা বল্‌চি।

জগ। আমার বাগান-বাড়ি এখানে কোথা মশায়, আমার বাগান-বাড়ি বালিগঞ্জে।

সত্য। উল্টোডিঙ্গিতে আপনার কি একটা বাগান-বাড়ি নেই ?

জগ। কৈ আমি তো মশায় জানি নে।

সত্য। আপনার সেই বাগানে নাকি একটা প্রকাণ্ড বার মেসে জাম গাছ আছে—আর আপনি নাকি জাম খেতে বড় ভাল বাসেন। সেখানে নাকি অলীক-প্রকাশের সঙ্গে রাত দিন দাবা খেলেন।

জগ। (হাস্য করিতে করিতে) সে কি মশায়—অলীক-প্রকাশকে এখনও পর্য্যন্ত চক্ষে দেখিনি—যে জায়গার কথা বল্‌চেন আমি তো তার কিছুই জানিনে মশায়—আর, দাবা খ্যালা আমার জীবনে তো আমি কখন খেলিনি (স্বগত) অলীক-প্রকাশের দেখ্‌চি সকলি অলীক।

সত্য। পাজি—লক্ষ্মীছাড়া—তবে দেখ্‌চি আগাগোড়া মিথ্যেকথা বলেছে। এমন মিথ্যেবাদী তো আমি দুনিয়ায় দেখিনি। আর যাই হোক্, ওর সঙ্গেতো আমার মেয়ের বিবাহ দিচ্চিনে।

জগ। মশায় তার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দেবেন বোলে কি কথা দিয়েছেন ?

সত্য। না মশায় আমি তাকে কোন কথা দিই নি। সে এ বিষয়ে কোন আপত্তি করতে পারে না। কেন না, তাকে আমি পূর্ব্ব হতেই বলে রেখেছিলেম যে তার সঙ্গে বিবাহ দেবার পক্ষে আমার একটী আপত্তি আছে ; সে

আপত্তি না খণ্ডন হলে আমি বিবাহ দেব না। এই যে লক্ষ্মীছাড়া এই দিকে আস্‌চে।

জগ। আপনি ওকে এখন আমার কোন পরিচয় দেবেন না। কি করে দেখা যাক্‌।

অলীক-প্রকাশের প্রবেশ।

অলীক। আপনি মশায় তো আহার করেই চলে এসেছেন—আর সেই চিনেম্যান ব্যাটা যে কোথায় চলে গ্যাল তা বল্‌তে পারি নে। (জগদীশ বাবুর প্রতি) আমাকে মার্জ্জনা করবেন, আপনাকে পূর্ব্বে দেখিচি কি না স্মরণ হচ্চে না, বোধ করি কৃষ্ণনগর থেকে আসা হচ্চে?

জগ। ঠিক ঠাওরেছ।

অলীক। কৃষ্ণনগরের লোকদের দেখ্‌লেই কেমন চেনা যায়। যদি মশায়ের কল্‌কাতায় বাস করবার ইচ্ছে থাকে, তা হলে আমাকে বল্‌বেন, আমি সব ঠিক্‌ ঠাক্‌ করে দেব।

জগ। (সত্য সিন্ধুর প্রতি) দিব্যি পাত্রটী তো পেয়েচেন মশায়।

সত্য। (মৃদুস্বরে) পাজি লক্ষ্মীছাড়া!

জগ। (অলীকের প্রতি) আমি এখানে কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় এসেছি – জগদীশ বাবুর সঙ্গে মহাশয়ের কি আলাপ আছে?

অলীক। তাঁর সঙ্গে আবার আমার আলাপ নেই?—

দেখ্‌তে বড় ভাল না যদিও—একটু কুঁজো রকম—নাক্‌টা একটু খাঁদা—দাঁত্‌গুলো একটু উঁচু উঁচু—কিন্তু এদিকে লোক খুব ভাল—দোষের মধ্যে দু একটা মিথ্যে কথা বলে—তা আজ কালের বাজারে মশায় ও দোষটী কার না আছে? কিন্তু দেখুন মশায়, আমার কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গ্যাছে যে ভুলেও একটী মিথ্যে কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না।

জগ। (স্বগত) তা তো বিলক্ষণ দ্যাখা যাচ্চে।

সত্য। (স্বগত) পাজি!—লক্ষ্মীছাড়া!—অম্লানবদনে বল্‌চে দ্যাখ না।

জগ। আপনার সঙ্গে তাঁর যখন এত আলাপ—তখন তাঁকে বোলে কোয়ে আমার একটা কোন কর্ম্ম জুটিয়ে দিলে বড় বাধিত হই।

অলীক। অবশ্য অবশ্য। আমি নিজে তোমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে দেখ্‌বে তিনি কি চমৎকার লোক। ভারি উত্তম লোক! বোল্লে আহঙ্কার করা হয় আমার সঙ্গে তাঁর কিছু বিশেষ আত্মীয়তা আছে।

জগ। (হাস্য সম্বরণ করিয়া) হুঁ।

অলীক। তাতে আবার লোকটা খুব ইয়ার। কাল তাঁর বাড়িতে একত্রে আহার কল্লেম।

সত্য। তাঁর সঙ্গে আহার কল্লে?

অলীক। হাঁ—আর কেউ ছিল না, কেবল আমি আর তিনি। দুজনে খাওয়া যাচ্চে, আর খোস গল্প চল্‌চে।

সত্য। তবে তো জগদীশ-বাবু কাল্‌কের চেয়ে অনেক বদ্‌লে গ্যাছেন।

অলীক। কি কোরে মশায়?

সত্য। কি কোরে?—তুমি কাল এঁর সঙ্গে একত্রে খেলে, আর আজ চিন্‌তে পাচ্চ না?

অলীক। অ্যাঁ ইনিই জগদীশ বাবু? কল্‌কাতার জগদীশ বাবু? দুঃখের বিষয় এঁকে তো আমার স্মরণ হচ্চে না।

সত্য। স্মরণ না থাকৃতে পারে—কিন্তু ইনিই যে জগদীশ বাবু তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

অলীক। তা আমি অস্বীকার কচ্চিনে—কিন্তু আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে এঁর সঙ্গে আমি কাল আহার করি নি। তবে এঁর নাম জগদীশ বাবু কি করে হল তা মশায় আমি কি ক'রে বোল্‌বো। তবে যদি ওঁর পরিবারের মধ্যে আর কোন জগদীশ বাবু থাকেন।

জগ। আমার নামে আমার পরিবারের মধ্যে তো কই আর কাকেও দেখ্‌তে পাই নে। তবে আমার একটী ভাগ্‌নে আছে, তার নামও জগদীশ বটে।

অলীক। বটে? তাঁর নামও জগদীশ?—এই তবে এখন ঠিক্ হয়েছে। ওঃ—তাঁরই সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তাঁরই সঙ্গে আমি কাল একত্রে আহার করেছি।

জগ। ও কথা আমি বিশ্বাস কত্তে পাত্তেম—কিন্তু ওর মধ্যে যে একটু গোল বাদ্‌চে। আমার যে ভাগ্‌নেটীর নাম জগদীশ, সে এই তিন বৎসর ধোরে দেশে নেই। সে পশ্চিমে পালিয়ে গ্যাছে।

অলীক। (স্বগত) আরে মোলো! কি উৎপাৎ! (প্রকাশ্যে) আপনি তবে জানেন না। তিনি কাল কল্‌কাতায় এসেছেন। লজ্জায় আপনার কাছে মুখ দেখাতে না পেরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্চেন। আমি তাঁকে কাল দেখেছি মশায়।

জগ। না বাপু সে আসে নি।

অলীক। অবশ্য এসেছেন। আমি বল্‌চি এসেছেন। আচ্ছা বাজি রাখুন—

সত্য। আচ্ছা বাপু, তিনি এসেছেন তার প্রমাণ দেও, তা হলে তোমার আর সকল দোষ মার্জ্জনা করব।

(প্রসন্নের প্রবেশ।)

প্রস। জগদীশ বাবু এসেছেন।

(জগদীশ বাবু সাজিয়া গদাধরের প্রবেশ।)

অলীক। (দণ্ডায়মান হইয়া) এই যে জগদীশ বাবু— আস্তে আজ্ঞা হোক্‌।

জগ। (স্বগত) আমোলো! এযে আমার মোসাহেব গদাধর দেখ্‌চি। এ এখানে কি কোত্তে এল?—দ্যাখাই যাক্ না কি করে—আমাকে এখনও দেখ্‌তে পায় নি—রোস্ আমি আর একটু মুখ ফিরিয়ে বসি। (মুখ ফিরিয়া উপবেশন)

গদা। তবে অলীক বাবু ভাল আছেন তো?

অলীক। যেমন রেখেছেন। এখন এসেছেন বাঁচা গেল। অনেক সময় আপনি আমার উপকার করেছেন—তাজ্জন্যে মহাশয়ের কাছে আমি বড়ই বাধিত আছি। (স্বগত) এইবার এ না এলেই তো আমার দফা রফা হচ্চিলো। কিন্তু একি ব্যাপার, আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। (গদাধরের প্রতি প্রকাশ্যে) আসুন মশায় এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

গদা। (জগদীশ বাবুকে দেখিয়া স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! বাবু যে—(লজ্জিত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ, পরে মুখে কাপড় ঢাকিয়া মুখ ফিরাইয়া এক কোনে দণ্ডায়মান)

জগ। (স্বগত) ও যে আবার আমার পোষাক পরেছে। এখনও কিছু বলা হবে না—দ্যাখাই যাক্ না কি করে।

অলীক। (গদাধরকে লজ্জিত দেখিয়া সত্যসিন্ধুর প্রতি) এই দেখুন মশায় আমি সত্যি কি মিথ্যে বলেছিলেম। কাল উনি পশ্চিম থেকে কল্‌কাতায় এসে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আজ হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা হয়ে লজ্জা হয়েছে।

(স্বগত) এ কে? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে—ভাগ্যি এব্যাটা এসেছিল তাই এ যাত্রাও রক্ষা পেলেম।

জগ। (স্বগত) একটু মজা করা যাক্—(প্রকাশ্যে গদাধরের প্রতি) লুকিয়ে লুকিয়ে কেন বেড়াচ্চ বাপু?

অলীক। (গদাধরের প্রতি) "মামা গো ভাগ্‌নে তোমার" বোলে এসে পড় বাবা—আর কেন।

সত্য। তবে তো অলীকের একটা কথাও মিথ্যে নয়।

অলীক। মশায় আমার উপর শুধু-শুধু সন্দেহ করেন এই আমার দুঃখ। (স্বগত) আজ সমস্ত দিন যা মনে কচ্চি তাই কি সত্যি হচ্চে!

সত্য।—বাপু আমাকে মাপ কর্‌বে—আর আমি তোমার কথায় সন্দেহ করব না—আমি যত বার সন্দেহ করেছি, তত বারই তোমার কথা সত্যি বোলে পরে প্রকাশ হয়েছে। প্রথমে তোমার সেই লাটু ভায়ের কথা অবিশ্বাস করি—একটু পরেই লাটু ভাই এসে উপস্থিত হল—তোমার সেই চীনে সাহেবের গল্প অবিশ্বাস করেছিলেম—তার পর চীনে সাহেব উপস্থিত হল—আবার জগদীশ বাবুর ভাগ্‌নের কথা অবিশ্বাস করেছিলেম, সেটাও সত্যি হল। আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস কত্তে পারি নে—তোমার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিবাহ দেব।

অলীক। (স্বগত) রাম বাঁচলেম—একে একে সব ফাঁড়া গুলই কেটে গ্যাল। এখন আমাকে পায় কে!

জগ। (স্বগত) সত্যসিন্ধু দেখ্‌চি ভারি সাদাসিধে লোক। আমার ভাগ্‌নে বোলেই বিশ্বাস করেছে। আর এই ছোগ্‌রাটি দেখ্‌চি মিথ্যেবাদীর এক শেষ। সত্য-সিন্ধুর মুখে এইমাত্র শুনলেম্,—এর পূর্ব্বে অনেকবার অলী-কের কথায় তাঁর অবিশ্বাস হয়েছিল, কিন্তু তার পরেই সেই সব কথা সত্যি বোলে প্রকাশ হয়। আমার ভাগ্‌নের কথা যে রকম সত্যি, সে সব কথাও বোধ হয় সেই রকম সত্যি। গদাধর এবার যেমন সেজে এসেছে, এই রকম বোধ হয় প্রতিবার সেজে এসে মিথ্যেকে সত্যি করে দাঁড় করাচ্চে। আমার বোধ হয় ওর সঙ্গে অলীক একটা কি ষড়যন্ত্র করে বুড়-মানুষকে ঠকাচ্চে। কিন্তু গদাধরের এ তো বড় অন্যায়— আমার লোক হয়ে তার এই রকম কাজ? আর ঐই মিথ্যে কথাগুল যদি সব ধরা না পড়ে তাহলেই তো সত্য-সিন্ধু বাবু এই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে ওঁর কন্যার বিবাহ দেবেন। এ সব জেনে শুনে একজন ভদ্রলোক কখনই নীরব থাক্‌তে না, আর নীরব থাকা উচিতও নয়। (প্রকাশ্যে সত্য-সিন্ধুর প্রতি) মশায়—ও আমার ভাগ্‌নে নয়। অলীকের সমস্তই মিথ্যে কথা, আপনি ওর কথায় ভুল্‌বেন না! ছোগ-রাটার মিথ্যে কথার কতদূর দৌড় তাই দেখ্‌বার জন্যই ওর কথায় একটু সায় দিয়েছিলেম। কিন্তু বাস্তবিক ও আমার ভাগ্‌নে নয়।

সত্য। কি বল্লেন মশায়, ও ব্যক্তি আপনার ভাগ্‌নে নয়?

জগ। না মশায়।

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায় উনি মিথ্যে কথা বল্‌চেন। একটু আগে উনি ভাগ্‌নে বোলে স্বীকার কল্লেন—আর এখন কিনা বল্‌চেন ভাগ্নে নয়। আমার বোধ হয় ওঁর ভাগ্‌নে কোন বদ্‌নামের কাজ করে পশ্চিমে পালিয়ে গিয়েছিল—তাই আপনার ভাগ্নে বোলে পরিচয় দিতে এখন ওঁর লজ্জা হচ্চে।

সত্য।—(জগদীশের প্রতি) আমার কাছে মশায় লজ্জা কচ্চেন কেন, আমি প্রকাশ ক'রব না।

জগ। এ কি আপদ! আপনি ওর কথায় বিশ্বাস কল্লেন? আমি নিশ্চয় বল্‌চি ও আমার ভাগ্‌নে নয়।

অলীক। আমি বাজি রাখ্‌তে পারি ঐ ওঁর ভাগ্‌নে।

সত্য।—মশায় ওরকম স্থলে নাম প্রকাশ কত্তে একটু লজ্জা হয় বটে—কিন্তু মিথ্যে কথা বলাটাও তো ভদ্র লোকের উচিত নয়।

জগ।—একি আপদেই পড়্‌লেম—মশায় আমার কথা অবিশ্বাস কচ্চেন?

সত্য। ও লোকটিকে তবে কি আপনি আদপে চেনেন না?

জগ। চিন্‌ব না কেন মহাশয়—ও যে আমার মোসাহেব।

অলীক। এই দেখুন মশায়, একটা মিথ্যে কথা ঢাকতে গিয়ে আবার একটা মিথ্যে কথা।

জগ। আমার মিথ্যে কথা!—ও রকম বল্‌তে তোমার লজ্জা হচ্চে না?

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) আমার কথা মিথ্যে কি সত্যি মশাই বিবেচনা ক'রে দেখুন না।

সত্য। না বাপু তোমার কথা আর আমি অবিশ্বাস কত্তে পারিনে। যতবার মিথ্যে মনে করেছি ততবারই সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অলীক। দেখুন দিকি তবু আমাকে বলে কি না মিথ্যে-বাদী।

জগ। (স্বগত) কি আপদ! সত্যসিন্ধুর চোখে আমিই শেষ মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়ালেম!—অলীককে নিয়ে একটু মজা কচ্ছিলেম—এটা সত্যসিন্ধু আর বুঝ্‌তে পারলেন না, সত্যি সত্যিই আমার ভাগ্‌নে মনে কল্লেন। এই বিপদ থেকে একবার উদ্ধার হলে এখন বাঁচি। আমার বেশ মনে হচ্চে—গদাধরই অলীকের সমস্ত মিথ্যেকে সত্যি ক'রে দাঁড় করিয়েছে।—ওরই জন্যে আমার এই বিপদে পড়্‌তে হয়েছে। (গদাধরের নিকটে গিয়া) গদাধর তুমি ভারি অন্যায় কাজ করেছ।—তুমিই বোধ হয় নানা রকম সং সেজে অলীকের মিথ্যে কথা গুলকে সত্যি ক'রে দাঁড় করিয়েছ। এখন সব কথা খুলে বল।—না হলে তোমার

আমি উচিত শাস্তি ক'রব। আর দেখ, তুমি সব কথা খুলে না বোল্লে আমি সত্যসিন্ধু বাবুর কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়াচ্চি—যদি তোমার একটুও প্রভুভক্তি থাকে তা হলে বোধ হয় আমার কাছে তুমি কোন কথা ভাঁড়াবে না।

গদাধর। (সম্মুখে আসিয়া)—আপনাকে উনি মিথ্যেবাদী মনে কচ্চেন—আর আমি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারিনে—আমি সব খুলে বল্‌চি। এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। আপনি আমাকে বলেছিলেন যে যদি আমি বিধবা বিয়ে কত্তে পারি, তা হলে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। তাই সেই লোভে—এই বাড়ির চাকরাণীকে বিধবা বিয়েতে রাজি করেছিলেম। কিন্তু সে বল্লে যে তার দিদি ঠাকরণের বিয়ে না হলে, সে বিয়ে কত্তে পার্‌বে না—তার দিদিঠাকরণ তাকে বলেছিলেন তাঁর নিজের বিয়ে হয়ে গেলে পর, তার বিয়ের খরচ পত্র দেবেন। তার পর শুন্‌লেম যে দিদিঠাকরণের বিয়েতে একটা বাগ্‌ড়া পড়েছে—একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়্‌লে অলীক বাবুর সঙ্গে সত্যসিন্ধু বাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন না। এই কথা শুনে প্রসন্নের সঙ্গে পরামর্শ কল্লেম যে, কোন রকম করে এই বিয়েটা ঘটাতেই হবে—অলীক বাবুর মিথ্যে কথা যেই ধরা পড়্‌বার মত হবে, অমনি তাঁকে কোন রকম ক'রে বাঁচিয়ে দিতে হবে। তাই সত্যসিন্ধু বাবু যত বার অলীক বাবুর কথায় সন্দেহ করেছিলেন, তত বারই আমি সেজে এসে

অলীক-বাবুকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। লাটুভায়ের গল্প যখন অবিশ্বাস কল্লেন, তখন আমিই লাটুভাই সেজে আসি—চীনেম্যানের কথা যখন অবিশ্বাস কল্লেন, তখন আমিই চীনেম্যান সেজে আসি—আবার যখন দেখ্‌লেম সত্যসিন্ধু বাবু, মহাশয়ের বাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন, তখন মনে কল্লেম—অলীকবাবুর মিথ্যে কথা ধরা পড়েবে—আমিই নয় আগে থাক্‌তে সেজে এসে মহাশয়ের নামে পরিচয় দি—তাহলে আর উনি আপনার ওখানে দেখা করতে যাবেন না। আপনি যে এখানে নিজে এসে উপস্থিত হবেন, তা আমি স্বপ্নেও মনে করি নি। ধর্ম্মাবতার আমাকে মাপ করুন, এমন কর্ম্ম আর কখন কর্‌ব না।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) শুন্‌লেন তো মশায়?

সত্য।—তাইতো! এসব কি!—আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।—বাপু অলীক প্রকাশ, এ সকলের অর্থ কি?

অলীক।—(স্বগত) এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পাল্লেম—এখন কি বলা যায়—

সত্য।—চুপ্ করে' রইলে যে বাপু?

অলীক।—আপনি যে এখনও আমার উপর সন্দেহ কচ্চেন এতেই আমি অবাক্ হয়েছি।—আর কিছু নয়—এই দুই জনে আমাকে ছেলে মানুষ পেয়ে ভোগা দেবার চেষ্টা ক'চ্চে মশায়।

সত্য।—তা ঠিক্—ও লোকটীকে আমারও বড় ভাল ঠেক্‌চে না।

জগ।—মশায় আমার কথাও কি বিশ্বাস করেন না?

সত্য। না মশায় আমি শীঘ্র আর কারও কথায় বিশ্বাস কচ্চিনে। কার কি মনের ভাব কিছুই বলা যায় না।

গদা।—(জগদীশ বাবুর প্রতি) মহাশয় নিশ্চিন্ত হোন্—আমি এতক্ষণ ওঁর সহায় ছিলেম বোলে মিথ্যে কথাগুল ধরা পড়ে নি—এখন দেখ্‌ব কে ওঁকে রক্ষা করে। আর পাঁচ মিনিট ওঁকে কথা কইতে দিন্, তা হলেই দশটা মিথ্যে কথা হাতে হাতে এখনি ধরা পড়্‌বে—তা হলেই সত্যসিন্ধু বাবু সমস্ত বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায় ওর কথা বিশ্বাস কর্‌বেন না—ও ব্যাটা ভারি মিথ্যেবাদী।

গদা।—আমি মিথ্যেবাদী না তুই মিথ্যেবাদী?

অলীক।—আমি মিথ্যেবাদী!—কোন্ সালের কোন্ আইনের কোন্ ধারায় কি কথা বোল্লে কি হয় তা তুই জানিস্?—ইষ্টুপিড্!—শুধু এক কথা বোল্লেই হয় না—পেটে একটু বিদ্যে চাই—জানিস্ এ কোম্পানির মুলুক—আমাকে মিথ্যেবাদী বলিস্—জানিস্‌নে দশ শালের আট আইনের ৫৩০ ধারায় কি বলে?—আমাকে বলে কিনা মিথ্যেবাদী!

সত্য।—থাক্ থাক্ বাপু, আর ঝগ্‌ড়ায় কাজ নেই।

তুমি যে মিথ্যে কথা কওনা তা আমার বেশ বিশ্বাস হয়েছে। মিছে ঝগড়ায় কাজ কি।

অলীক।—না মশায়, ও কথা আমার বর্দাস্ত হয় না—আমাকে বলে কি না মিথ্যেবাদী!—ও কি জানে না যে, আমি মনে কল্লেই এখনি ওর নামে ফর্জারি কেস্ এনে, শমন জারি ডিক্রীজারি কোরে, শেষ গেরান জুরিতে ঠেল্‌তে পারি?—আমাকে কি না যেসে লোক মনে করেছে।

জগ।-(সত্যসিন্ধুর প্রতি) ছোগরাটীর আইন-জ্ঞান বিলক্ষণ আছে দেখ্‌ছি।

সত্য।—না মশায় ছোগরাটী লিখ্‌তে পড়্‌তে কইতে বল্‌তে স্বভাব চরিত্রে সব দিকেই ভাল—কেবল দোষের মধ্যে একটু রাগী—তা ও বয়েসের ধর্ম্ম, একটু বয়েস হলেই শুধ্‌রে যাবে।

অলীক।—রাগ হবে না মহাশয়?—আমার বাড়িতে বোসে আমাকে কি না অপমান করে—ভাড়াটে বাড়ি হলেও কথা থাক্‌তো—আমার নিজ পৈতৃক বাস্তু ভিটেতে বোসে কিনা আমাকে অপমান—এ কখন সহ্য হয়?

সত্য।—থাক্ থাক্ বাপু, যেতে দেও।

গদাধর।—(জগদীশের প্রতি) দেখুন মশায় এই একটা মিথ্যে কথা বল্লে—এটা একটা ভাড়াটে বাড়ি—ও বল্লে কিনা ওর নিজের বাড়ি!

অলীক।—এই দেখুন মশায়—সাধে কি আমার রাগ

হয়—ও ব্যাটা স্বচ্ছন্দে বল্লে কিনা আমার নিজ বাড়ি নয়—ভাড়াটে বাড়ি।

সত্য।—না—এ যে তোমার নিজ বাড়ি তা আমি জানি।

গদাধর।—অচ্ছা আমি যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে এটা ভাড়াটে বাড়ি ?

জগ। গদাধর! আর কেন মিথ্যে ঝগ্‌ড়া কচ্চ—চল যাওয়া যাক্। (স্বগত) ভাল বিপদেই পড়েছি—পরের কথায় থাকা বড় ঝক্‌মারি—এখন যেতে পাল্লে হয়। এইবার ওঠা যাক্।

(ভাড়া আদায় করিবার জন্য বেলিফের পেয়াদার সঙ্গে এক জন লোকের প্রবেশ।)

ঐ লোক। ঐ বাবু এই বাড়ি ভাড়া করেছিল।

পেয়াদা। (অলীককে ধরিয়া) এই দেখো গেরেফ্‌তারি পরোয়ানা—রুপিয়া দেও—নেই আদালৎ মে চলো।

অলীক।—(ভয়ে কম্পমান)—অ্যাঁ—কি!—ভাড়ার টাকা!—অ্যাঁ আমি—অ্যাঁ—

পেয়াদা।—চল্‌বে চল্!—(গুতাপ্রদান)

অলীক।—যাচ্চি বাবা—পেয়দা সাহেব একটু সবুর কর বাবা—অ্যাঁ—শ্বশুর মশায় ভাড়ার টাকাটা দিন্, আমি মারা যাই যে—আপনার জন্যেই তো এই বাড়ি ভাড়া করে-ছিলেম—

গদা।—ফোর্‌জারি পার্জরি—শমনজারি ডিক্রীজারি—

গেরাম্‌জুরি—সে সব জারিজুরি এখন কোথায় গেল বাবা?—এখন বল তো কোন্ সালের কোন্ আইনের কোন্ ধারায় ওয়ারাণ্ট্ জারি লেখে?

জগ।—আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে।

সত্য।—এটা তবে তো সত্যি ভাড়াটে বাড়ি—তবে তো দেখছি ওর সব কথাই মিথ্যে—মিথ্যেবাদী পাজি!—লক্ষ্মী-ছাড়া—ছুঁচো—হতভাগা!—আমাকে দেখ্‌চি আগা গোড়া ঠকিয়ে এসেছে।—(জগদীশ বাবুর প্রতি) মহাশয় মাপ কর্‌বেন—আমি আপনার কথা পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করেছিলেম।

জগ।—আমি তাতে কিছু মনে করিনি—আপনি যেরূপ প্রতারিত হয়েছিলেন তাতে সকলি সম্ভব।

পেয়াদা।—চল্ বে চল্।

অলীক।—একটু সবুর কর বাবা—পেয়াদা সাহেব বড় ভাল লোক - শ্বশুর মশায় আমাকে এযাত্রা উদ্ধার করুন—আমি এমন কর্ম্ম আর কর্‌ব না।

সত্য!—দ্যাখ্, আমাকে "শ্বশুর মশায়" "শ্বশুর মশায়" করে ডাকিস্‌নে—আর আমার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিচ্চিনে—পাজি—ছুঁচো—লক্ষ্মীছাড়া।

অলীক।—এ যাত্রায় রক্ষা করুন—আর কখন এমন কর্ম্ম কর্‌ব না—

জগ।—(সত্যসিন্ধুর প্রতি) ভাড়ার টাকা কটা দিয়ে খালাস ক'রে দিন—হাজার হোক্ ভদ্রলোকের ছেলে—

সত্য।—না মশায় আমি ও টাকা দিচ্চিনে—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

(হেমাঙ্গিনীর অন্তরালে আগমন)

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) একি!—আমার প্রাণেশ্বর বন্দী হয়েছেন!—

সত্য। না—আমার মেয়ের সঙ্গে ওর কখনই বিয়ে দেব না—পাজি ছুঁচো—লক্ষ্মীছাড়া।

হেমা।—(অন্তরালে স্বগত)—কি কথা শুন্‌লেম!—ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না!—আমি আর নীরব থাক্‌তে পারিনে!—প্রণয়ের অপমান!—এ প্রাণ আর রাখ্‌ব না—(প্রস্থান)

পেয়াদা।—চলো বাবু চলো। (গুঁতা প্রদান)

অলীক।—মারিস্‌নে বাবা—তোকে পরে খুব খুসি কর্‌ব—শ্বশুর মশায় কিছু কোল্লেন।—নিতান্তই কি তবে জেলে শ্বশুর-বাড়ি কর্‌তে হবে—ও প্রেয়সী—প্রেয়সী—বিরহ-যন্ত্রণায় তা হলে যে একে বারে মারা যাব——এই অসময়ে এক বার দ্যাখা দাও।—

(একটা ভোঁতা বঁটি হস্তে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হেমা।—আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বল্‌চি, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর—আমার কণ্ঠ-রত্ন। ইনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ

করব না—যদি এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ না হয়, তা হলে এই দণ্ডেই প্রাণ বিসর্জ্জন করব।

সত্য-সিন্ধু।—হাঁ হাঁ—কর কি! কর কি!—অমন কর্ম্ম কোরো না মা—আমি এখনি টাকা দিয়ে খালাস করে দিচ্চি—একি উৎপাৎ! লক্ষ্মীটী ঘরে যাও—এত লোকের সাম্‌নে কি বেরোতে আছে—ছিছি কি লজ্জা!

হেমা।—আমি জগতের সাম্‌নে এই শেষ বার বল্‌চি এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।

(দ্রুতবেগে হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)

জগ।—একি ব্যাপার!—

গদা।—তাইতো একি!—

অলীক।—এই বার খালাস ক'রে দিন মশায়, প্রেয়সীর তো অনুমতি হয়েছে।

সত্য।—মশায় আমি কি কুক্ষণে আমার মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাতে দিয়েছিলেম, তার ফল এখন ফল্‌চে। রাম রাম!—কি লাঞ্ছনা। আমার আর একটী ছোট মেয়ে আছে, তাকে আর লেখা পড়া শেখাচ্চিনে—এবার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে—এমন কর্ম্ম আর করব না।

জগ।—মশায় লেখা পড়া শেখানোর দোষ দেবেন না।—ভাল কোরে লেখাপড়া শেখালে কখনই তার মন্দ ফল হয় না—আর শুধু লেখাপড়া শেখালেই যে সুশিক্ষা হয় তাও নয়—পিতা মাতার উপদেশ দৃষ্টান্তের উপর অনেক নির্ভর করে।

সত্য।—যাই হোক্—এখন উপায় কি—ঐ লক্ষীছাড়াটার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াও যা—হাত পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়াও তা।

জগ।—(সত্যসিন্ধুর প্রতি মৃদু স্বরে) দেখুন মশায় এক কাজ করুন—ওকে এই কথা বলা যাক্ যে যদি ও বিয়ে কর-বার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে, তাহলে ভাড়ার টাকা চুকিয়ে ওকে খালাস করা যাবে।

সত্য।—আপনারা যা ভাল বোঝেন তাই করুন—আমি আমার মেয়ের আচরণ দেখে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি।

অলীক।—মশায় আমার উপায় কি কল্লেন, এই অবস্থায় কি আমাকে সমস্ত দিন থাক্‌তে হবে?

জগ।—তুমি যদি বাপু ওঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহের আশা একেবারে পরিত্যাগ কর—তা হলে ভাড়ার টাকাটা চুকিয়ে দিয়ে তোমাকে খালাস করা যায়।

অলীক।—এখনি—এখনি। আমি তাতে রাজি আছি মশায়—আমার বিয়েতে কাজ নেই—এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—মশায় ও ভয়ানক মেয়ে মানুষ—যে রকম বোঁটি হাতে করে এসেছিল, ও খুন কত্তে পারে, সব কত্তে পারে—বিয়ে হলে আমারই গলায় কোন দিন ছুরি বসিয়ে দেবে—বাবা! এমন মেয়েকে বিয়ে করা আমার কর্ম্ম নয়—আমার ঝকমারি হয়েছে আমি এখানে বিয়ে কত্তে এসে ছিলেম—

এমন কর্ম্ম আর করব না—খালাস করে দিলেই আমি এখান থেকে টেনে দৌড় মারব—আর এমুখোও হব না।—তোমাদের মেয়েকেও ডেকে নিয়ো বাবা—আমার পিছনে পিছনে আবার না তাড়া করে।—কি ভয়ানক!—বোঁটি হাতে!—

জগ।—(ভাড়া আদায়ের লোকের প্রতি) বাড়ি ভাড়া কত টাকা পাবে?

ঐ লোক।—একশো টাকা।

জগ। (সত্যসিন্ধুর নিকট হইতে নোট্ লইয়া)—এই লও একশো টাকার একখানা নোট্ দিচ্চি। (পেয়াদার প্রতি) আবি বাবুকো ছোড় দেও, আওর কেয়া মাংতা?—

পেয়াদা।—(অলীককে ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) বাবু কো তো ছোড় দিয়া—হমারা বক্‌সিস্!—

অলীক।—বক্‌সিস্!—দাঁত বের করকে এখন হাস্‌তা হ্যায়—যখন আমার পিঠে গুঁতো মার্‌তা হ্যায়—তখন বক্‌সিসের কথা মনে ছিল না হ্যায়—এখন বক্‌সিস্!—বাঙ্গারাম আর কি!—

পেয়াদা।—সেলাম বাবু (প্রস্থান)

অলীক।—আমি মশায় চল্লেম। আর এখানে নয়।

জগ।—বাপু তোমার স্বভাবটা একটু শুধ্‌রিও, অমন অনর্গল মিথ্যে কথা বোলো না। মিথ্যে কথা বল্‌বার কি ফল তো দেখ্‌লে। তোমার বাবাকে বোলো, তোমার স্বভাব শুধরে গেলে, অলীক নামটা যেন বদ্‌লে দেন।

অলীক। মশায় আমার ঘাট হয়েছে—আমি নাকে খ
দিচ্চি এমন কর্ম্ম আর কখন করব না। কিন্তু মশায় মা
করবেন, অলীক নামটি আমি কিছুতেই বদ্‌লাতে পারব না
বাপ মা আদর করে' নামটি দিয়েছেন, আপনারা পাঁচ জ
বলুন না, ওনাম কি এখন বদ্‌লানো যায়? কিছুতেই ন
ত'ব,;অনুমতি হয় তো আজ আসি।

জগদীশ ও সত্যসিন্ধু।—এখনি—এখনি!
—"শুভস্য শীঘ্রং"।

(অলীকের প্রস্থা

জগদীশ।—চলুন আমরাও তবে যাই।

(সকলের প্রস্থ

যবনিকা।